নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

অন্ধকারে আধুনিক রানারের পথ চলা

৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ০৬ ভাদ্র – ১২ ভাদ্র, ১৪৩২ ঃ ২৩ আগষ্ট – ২৯ আগষ্ট, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 42, 23 August - 29 August, 2025

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : স্বল্প সময়ে অস্বাভাবিক বেশি ভোটারের আবেদন গৃহীত

হচ্ছে কিনা জেলাশাসকদের তা অডিট করার নির্দেশ দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিএলওদের রিপোর্টকে গুরুত্ব না দিয়ে কোনো ফর্ম গৃহীত হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

রবিবার : ১৬ আগষ্টের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং অবলম্বনে বিবেক

অগ্নিহোত্রীর পরিচালনায় তৈরী হয়েছে ছবি 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'। কলকাতার একটি হোটেলে তার ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে বাধলো ধুন্ধুমার। হোটেল ঘিরে ধরল পুলিশ। বন্ধ হয়ে গেল ট্রেলার শো।

সোমবার : সফল মহাকাশ অভিযানের পর এই প্রথম নিজের

দেশে ফিরলেন মহাকাশচারী ভারতের গর্ব শুভাংশু শুক্ল। দিল্লি বিমান বন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত।

মঙ্গলবার : মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পরেও কাটছে না দেউচা পাঁচামির

গেরো। এবার বেআইনি ভাবে ব্যাসল্ট উত্তোলনের অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মামলাকারীদের দাবী কয়লা তোলার টেন্ডারে কারচুপি করা হয়েছে।

বুধবার : প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায়

পুনর্বিবেচনার জন্য এসএসসি ও রাজ্য সরকারের রিভিউ পিটিশন বাতিল করে দিল সুপ্রীম কোর্ট। ফলে নতুন পরীক্ষায় বসা ছাড়া আপাতত আর কোনো উপায় রইল না চাকরিহারা যোগ্যদের।

বৃহস্পতিবার: মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে জীবনবীমা ও স্বাস্থ্য বীমায়

বর্তমান ১৮% জিএসটি পুরোপুরি প্রত্যাহারের প্রস্তাব পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রীর দাবী এর সঙ্গে প্রিমিয়ামের পরিমাণ যাতে কমে তাও নিশ্চিত করতে হবে।

শুক্রবার: অনেক টালবাহানার পর জাতীয় নির্বাচন কমিশনের

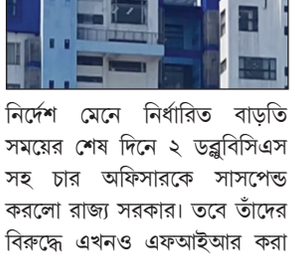

নির্দেশ মেনে নির্ধারিত বাড়তি সময়ের শেষ দিনে ২ ডব্লুবিসিএস সহ চার অফিসারকে সাসপেন্ড করলো রাজ্য সরকার। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে এখনও এফআইআর করা হল না।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বিদ্বানের কদর কমছে বাংলায়!

ওঙ্কার মিত্র

প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক বলেছে, 'স্বগৃহে পুজ্যতে মূর্খঃ স্বগ্রামে পুজ্যতে প্রভুঃ। স্বদেশে পুজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পুজ্যতে।।' অর্থাৎ মূর্খ তার গৃহে, গুরু তার গ্রামে এবং রাজা তার দেশে পূজিত হলেও বিদ্বানের কদর সব জায়গায়। অনেকে বলেন আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছর আগে এই শ্লোক রচনা করেছিলেন মহামতি চাণক্য বা কৌটিল্য। এতদিন এই চাণক্য শ্লোকের অর্থই সকলে বিশ্বাস করে আসছেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু যেমন বদলাচ্ছে সম্ভবত তেমনই বদলাচ্ছে এই শ্লোকের অর্থও। তা নাহলে বঙ্গদেশে বিদ্বানদের এই দুর্দশা কেন? এখানে পড়াশোনা করে শিক্ষিত হলে কেন জীবনে নেমে আসছে চরম বিপর্যয়। সার্টিফিকেট দেখিয়ে দোরে দোরে ঘুরলেও কেন মিলছে না কাজ। যদি বা মিলছে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির দায়ে তা হারাতে হচ্ছে কেন। এখানে স্কুল শেষ করে কলেজে ভর্তি হতে কেন সঙ্গী পোর্টালের অপেক্ষা। কেন জয়েন্ট পাস করলে তার রেজাল্ট বেরোচ্ছে না। ভর্তির শিকে ছিঁড়লেও কেন কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঁৎ পেতে থাকে রাগিং। পরীক্ষায় সফল হয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়েও রক্ষা নেই। হয় এখানে স্থান হবে না, হলেও নিরাপত্তা পাওয়া দুষ্কর। মেয়ে হলে তো রক্ষে নেই। কলেজ, কর্মস্থানে অপেক্ষা করে আছে বিপদ। এখানে ছাত্ররা খুন হয়, শিক্ষকরা রাস্তায় পড়ে মার খায়। এখানে ডাক্তাররা ধর্ষিতা হয়, নার্স পড়ুয়া গলায় দড়ি দেয়। এখানে গবেষক পুলিশের ডাক পায়, বিচারপতিরা হেনস্থা হয়। বিদ্বানের কদর থাকলে এসব ঘটা কি সম্ভব?

বঙ্গদেশ কত রঙ্গে ভরা। শিক্ষিতরা হেথায় পদে পদে ঠোক্কর খেলেও অশিক্ষিতদের জন্য এখানে রয়েছে দেদার সরকারি অনুদান।

এরপর পাঁচের পাতায়

পুজোর আগে কল্পতরু প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃষ্টি মুখরিত বাংলায় ২২ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মেট্রো রেলের ৩টি রুটের উদ্বোধন সহ প্রায় ৫২০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প এবং ৬ লেনের এলিভেটেড কোনা এক্সপ্রেস করলেন বাংলার জন্য। এ যেন পুজোর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলার জন্য 'কল্পতরু' হয়ে উঠলেন। গত সাড়ে ৩ মাসে তিনি এই বাংলায় ৩ বার ছুটে এলেন। সরকারি সভার পর দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে 'সংকল্প পরিবর্তন' যাত্রা নামে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখেন। তিনি কৌশিকী অমাবস্যার দিন মা কালীকে স্মরণ করে বলেন, আমি এমন সময় এসেছি যখন বাংলায় দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি চলছে। কুমারটুলিতে দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজ হচ্ছে। বড়বাজার–পার্কস্ট্রিট এলাকা নতুন রঙে সেজে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সমর্থন না পেলে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন সফল হবে না। বাংলার উদয় হলেই তবেই বিকশিত ভারতবর্ষের স্বপ্ন সফল হবে। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য বিগত ১০ বছর ধরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার লাগাতার ভাবে সহযোগিতা করে চলেছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় রোড সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ইউপিএ সরকারের আমলে যা হয়েছে তার থেকে দ্বিগুণ তিনগুণ বেশি কাজ হয়েছে বাংলায় বিজেপি সরকারের আমলে। রেল সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও ইউপিএ সরকারের থেকে তিনগুণ বেশি কাজ হয়েছে পশ্চিম বাংলায়। ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য যা পয়সা পাঠায় তা এখানকার টিএমসি সরকার লুট করে নেয়। 'গরিব কল্যাণ যোজনা' খাতে বিভিন্ন প্রকল্প এবং অর্থ পাঠানো হয় কিন্তু সেটা পশ্চিমবঙ্গে কাজে লাগে না। আগেও আসাম এবং ত্রিপুরায় একই হাল ছিল কিন্তু সেখানে বিজেপি সরকার আসার পর গরিব কল্যাণ যোজনার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আয়ুষ্মান প্রকল্পে ৫ লক্ষ করে টাকা পায় প্রত্যেকে। গরিব মানুষ চিকিৎসার জন্য অথচ পশ্চিমবঙ্গের সেই প্রকল্পকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের গরীব মানুষ পাকা ঘর পাচ্ছে না জনতার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প পাঠালেও এখানে সেগুলোকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে পুনঃজাগরণের কেন্দ্র। তিনি বাংলায় বলেন, 'জাগো ওঠো নবজীবনের গানে নব আলো ছড়াও প্রাণে প্রাণে।' স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল তারপরে দীর্ঘদিন বামেরা ক্ষমতায় ছিল ১৫ বছর আগে মানুষ মা মাটি মানুষের উপরে ভরসা করে পরিবর্তন করে টিএমসিকে এনেছিল। কিন্তু এখন মানুষ মনে করছে আগে যা ছিল তার থেকে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। বাংলায় টিএমসি গেলে তবে আসল পরিবর্তন আসবে। তিনি বাংলায় বলেন, 'টিএমসি যাবে বিজেপি আসবে।'

পরীক্ষা স্থগিত হতাশ ছাত্রছাত্রীরা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগারের আয়োজনে এবং বিদ্যানগর কলেজের সহযোগিতায় আগামী ২৪ আগস্ট ২০২৫ বিদ্যানগর কলেজে 'নিজেকে খোঁজো নিজেকে বোঝো ২০২৫' নামে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী অথবা সম মানের যে কোন অংশ গ্রহণকারীদের ভাবনার নিজস্বতা পড়ার বইয়ের বাইরের পড়ার আগ্রহ ও দক্ষতা এবং সাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে একটি অভিনব পরীক্ষা আয়োজন করা হয়েছিল। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত প্রবেশ মূল্য ছিল মাত্র ৬০ টাকা যা ফেরতযোগ্য নয়। প্রতিটি শ্রেণীতে প্রথম থেকে পঞ্চম স্থানাধারীকে পুরস্কৃত করাও হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে গোটা জেলা জুড়ে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, প্রায় ১২০০ ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় নাম নথিভুক্ত করেছিল। কিন্তু ৬০ টাকা প্রবেশ মূল্য সরকারি গ্রন্থাগারের নেওয়ার জন্য কেউ বা কারা অভিযোগ করে জেলা প্রশাসনের কাছে। যদিও জেলার এক লাইব্রেরিয়ান জানাচ্ছেন, 'তারা সরকার অনুমোদিত লাইব্রেরী হলেও পুরোপুরি সরকারি নয় তারা সরকার পোষিত মাত্র। কারণ এখনও জেলা গ্রন্থাগারের আজীবন কেউ সদস্য হতে গেলে তাকে ১০ হাজার টাকা এবং টাউন লাইব্রেরি সদস্য হতে গেলে ৫ হাজার টাকা দিতে হয়। এটা ১৯৭৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় আইন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এমনকি ২০১৯ সালে গ্রন্থাগারে চাঁদা প্রথা উঠে গেলেও আমরা কিন্তু কাউকে কোন কার্ড দিতে পারিনি। কারণ চাঁদা প্রথার বিষয়টা উঠে গেলেও তা অর্থ দপ্তর থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাহলে কোন পরীক্ষা পরিচালনার জন্য যে খরচা হয় তার জন্য ৬০ টাকা নিলে কি এমন অপরাধ হয়। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা তো বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের মেধা মূলক পরীক্ষা করে থাকে এবং সেখানে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা প্রবেশ মূল্য নেওয়া হয়।। তাহলে এক্ষেত্রে একটা বৃহত্তর কর্মসূচিকে কেন বানচাল করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই মেধা পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একটা জনসংযোগের বিষয় জড়িত ছিল, যেটা আগামীদিনে জেলার গ্রন্থাগারগুলিকে আরো উজ্জ্বল ভূমিকা নিতে অনুপ্রাণিত করত। জেলা প্রশাসনের উচিত বিষয়টি ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে পুনরায় এই পরীক্ষা যাতে করা যায় তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) ভাস্কর পাল বলেন, এই ব্যাপারে আমার কোন বিষয় জানা নেই।

এবার কাজে মন দিতে চায় এসএসসি, তবু কাটছে না সংশয়

বিশেষ প্রতিনিধি : কালজয়ী ছড়াকার সুকুমার রায় তাঁর সৎ পাত্র গঙ্গারামের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়! / উঁনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে / ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে। চাকরিহারা শিক্ষক ও তাঁদের টেট পরীক্ষা নিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকারের 'সৎ' সংস্থা এসএসসি–র কার্যকলাপ অনেকটা সেই রকম। দুর্নীতির সমস্ত শর্ত পূরণ করে একটি নিষ্পাপ পরীক্ষাকে কলঙ্কিত ও বাংলার হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক–যুবতীর জীবন ধ্বংস করার পর বারবার আদালতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে এসএসসি, তবে সেটা উনিশবার কিনা তা গুনে দেখতে হবে। যতবারই হোক সব পরীক্ষায় ঘায়েল হয়ে এসএসসি এবার সুকুমারের গঙ্গারামের মত থামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের শেষ পরীক্ষাতেও ব্যর্থ হয়ে এসএসসি ঠিক করেছে আর নিজের কেরিয়ার নিয়ে না ভেবে সামনের মেগা কর্মসূচি অর্থাৎ নতুন পরীক্ষা নেওয়ায় মনোনিবেশ করবে।

সিদ্ধান্তটা আপাত সাধু বলে মনে হলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষামহল একে এখনও সন্দেহের চোখেই দেখছে। কেন এমন নিন্দুকের দৃষ্টি? কারণ এর পিছনেও নাকি অন্য প্ল্যানের খেলা থাকতে পারে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের ডেকে এ থেকে ই পর্যন্ত প্ল্যানের কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দলের সর্বোচ্চ নেত্রী। শাসক দলের মুখপাত্ররা আবার এখন বলছেন, হৈ হট্টগোল না করে পরীক্ষাটা হতে দিন। সরকারের এখনও অনেক প্ল্যান বাকি আছে। অনেকের ধারনা এই পরীক্ষাতেও নানা কৌশলের আশ্রয় নিতে পারে এসএসসি। সরল প্রশ্নপত্র ও নম্বরের এদিক ওদিক করে চেষ্টা করতে পারে অবস্থা সামলাতে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, কারুর চাকরি যেতে দেব না। মুখ্যমন্ত্রী মুখ রক্ষাই এখন এসএসসির লক্ষ্য বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারনা।

এরপর পাঁচের পাতায়

নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াও ঘেঁটে যাবার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর চাকরি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির রায়ে আগেই বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছিল। তারপরে আমরা দেখেছি নানা টানাপোড়েন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, কারো চাকরি যেতে দেব না। তিনি সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশনও করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি আমরা দেখলাম সেই রিভিউ পিটিশানেও ২৬ হাজার চাকরি বাতিল বলেই সিলমোহর দেওয়া হল। এসএসসির মাধ্যমে নিয়োগ ছাড়া আর কোন বিকল্প পদ্ধতি থাকল না। যোগ্য অযোগ্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে রাজ্য সরকার বা এসএসসি আগেই ব্যর্থ হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আগেই ঘোষণা করেছিল এসএসসির যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে সেখানে অযোগ্য প্রার্থীরা বা দাগি প্রার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। শুধুমাত্র যোগ্য প্রার্থীরা যারা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলের পঠন–পাঠনের সুবিধার্থে ক্লাস করবেন তারাই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের ২ বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা এবং সঞ্জয় কুমার এসএসসিকে কার্যত তুলোধোনা করলেন। ওই বিচারপতিরা বলেন বারবার বারণ করা সত্ত্বেও আবার নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতে অযোগ্য বা দাগি প্রার্থীরাও ফর্ম ফিলাপ করছে। এটা কখনোই চলতে পারে না। এসএসসির নতুন নিয়োগ পরীক্ষা হওয়ার কথা আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর। যোগ্য অনেক প্রার্থীরাই জানিয়েছিলেন যে পরীক্ষার দিনক্ষণ পিছলে ভালো হয়। সুপ্রিম কোর্টের ২ বিচারপতি এসএসসিকে বলেছে প্রয়োজনে দিনক্ষণ পিছিয়ে দিন কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তিদের কিছুতেই পরীক্ষায় অনুমতি দেওয়া যাবে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

টানা বৃষ্টিতে নরক আমতলা ও বজবজের সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত আলিপুর সদর মহাকুমার পুজালী থেকে বজবজ চৌরাস্তা পর্যন্ত ট্রাঙ্ক রোডের বেহাল অবস্থায় এমনিই প্রতিদিন নাজেহাল হচ্ছেন এলাকাবাসী। এছাড়াও আমতলার বিষ্ণুপুর থানার কাছে নিবারণ দত্ত রোডের যা পরিস্থিতি হয়েছে দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। চড়িয়াল থেকে বাখরাহাট রায়পুর মোড় পর্যন্ত রোডের বেহাল দশারও আরো অবনতি হয়েছে। বর্তমানে টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি দিন দিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। যেকোনো সময় এই সমস্ত বেহাল সড়কে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। সন্ধ্যের পর পরিস্থিতি আরো ভয়ংকর হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে মানুষ মুক্তি পেতে চাইছে। দ্রুত সংস্কার করা হোক রাস্তার এই দাবি সকলেরই। এরই মধ্যে এই সমস্ত এলাকার মানুষজন আর এক আতঙ্কে ভুগছেন। জানা যাচ্ছে হুগলী নদী তীরবর্তী পুজালী ঘাটে বিদেশ থেকে একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার এসেছে। যেটি দৈত্যাকার ট্রাকে করে এই সমস্ত এলাকা দিয়ে বারুইপুর রোড হয়ে সোনারপুরে যাবে। গত বছরও এই দৈত্যাকার ট্রাকটি এই পথেই গিয়েছিল। যার ফলে রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি তো হয়েছিল সেই

সঙ্গে বিভিন্ন জায়গা ভাঙ্গাও পড়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এলাকা বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছিল। এমনকি বজবজ ১ নম্বর ব্লকের গোবরঝুরি পোলের কাছে যে সরকারি খাল আছে সেই খালের উপর মাটি ফেলে, নতুন অস্থায়ী একটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল যেটি বিবিআইটি পাবলিক স্কুল এর কাছে। এবারও তাই করা হয়েছে খালের ওপর দিয়েই রাস্তা বানানো হয়েছে ট্রাকটি যাবার জন্য। এর ফলে ওই সমস্ত এলাকার যারা চাষি আছেন তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাদের বক্তব্য সরকারি খালের উপরে বাঁধ দেওয়ার ফলে তাদের জমির জল নিষ্কাশন হতে পারছে না। ধানের চারা গোড়া পচে মারা যাচ্ছে। তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুক সরকার। এই প্রসঙ্গে সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, 'দেখুন আমতলার যা পরিস্থিতি তা সত্যিই খুবই ভয়াবহ। নিবারণ দত্ত রোডের জল নিষ্কাশনের সমস্ত ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছে। আমি ইতিমধ্যেই ওই এলাকার জল নিষ্কাশনের জন্য একটি প্রকল্প জেলাশাসকের কাছে জমা দিয়েছি। বিকল্প ড্রেনের মাধ্যমে ওখানকার জল কাঁটাখালির খালে ফেলার জন্য এই প্রকল্পটি দিয়েছি। যার জন্য খরচ হবে প্রায় ১ কোটি টাকা। তার জন্য একটু সময় লাগবে। তবে পুজোর আগে নিবারণ দত্ত রোডে প্যাচওয়ার্ক অবশ্যই করা হবে।' দৈত্যাকার ট্রাক প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'এ ব্যাপারে আমরা উর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে সভা করেছি চেষ্টা করেছিলাম এই পথে যাতে ট্রাকটি না যায়। কলকাতা থেকে বাইপাস হয়ে সোনারপুর যাবার জন্য আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু ওই সব এলাকায় মেট্রো স্টেশন থাকার জন্য অসুবিধার কারণেই এই পথে যাবে।' তবে ট্রাকটি গেলে যে এই সমস্ত এলাকার রাস্তার আরো অবনতি হবে সে কথা স্বীকার করে নেন বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর। বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর জানান, 'চড়িয়াল মোড় থেকে বাখরাহাট রায়পুর মোড় পর্যন্ত রাস্তার জন্য টাকা বরাদ্দ হয়ে গেছে বৃষ্টি থামলেই রাস্তার কাজ শুরু হবে।'

ছবি : অরুণ লোধ

বেহাল মাছের আড়ত

পার্থ কুশারী: চাম্পাহাটি প্রধান রাস্তা, বাস–রাস্তা ও রেললাইনের ওপর দীর্ঘদিন মাছের আড়ত তথা বাজার বসে। এটা এক প্রকার অপরিকল্পিত ও জবরদখল বাজার ব্যবস্থা। বাজারের অন্যান্য দোকানদার বা ব্যাবসায়ীরা এমনকি ক্রেতারা মাছের সেই অসহ্য গন্ধ সহ্য করতে পারছেন না। এতটাই নোংরা অপরিচ্ছন্ন যে সেখানে বসে দোকানদারি করা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। বছর দুয়েক আগে রেলে চাপা দুজনের মৃত্যু ঘটে, কয়েকজন আহত হন। রেল তখন এই মাছের বাজার রেললাইনের ওপর থেকে তুলে দেয়, সেটা অবশ্য সপ্তাহখানেক। আবার তা স্বস্থানে। রেল চেষ্টা করলেও সম্ভব হচ্ছে না। এখানকার মৎস ব্যাবসায়ী সমিতি বেশ শক্তিশালী, তাই তাদের কেউ সাহস করে বাধা দিতে পারছে না। জায়গাটি স্থানীয় পঞ্চায়েত এলাকাধীন, সম্ভবত পঞ্চায়েত তাঁদের জন্য পৃথক একটি জায়গাও ঠিক করেছিল, কিন্তু সেখানে যেতে তাঁরা প্রস্তুত নন। এক ধরণের জেদের ফলে পরিবেশের দূষণ ব্যাপকভাবে ছাড়াচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে অন্যান্য ব্যাবসায়ীদের জীবন ও জীবিকা, রেল যাত্রীদের পদে পদে বাধা পেতে হচ্ছে, সকালে শিক্ষার্থী, অফিস কর্মচারীদের, নানাভাবে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। মাছের অবশিষ্টাংশ ও অন্যান্য নোংরা জল ছড়িয়ে পড়ে থাকে যা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ও দৃশ্যদূষণ ঘটেছে। যার ফলে মার খাচ্ছে অন্যান্য ব্যবসা–বাণিজ্য। রেল ও ব্যাবসায়ী সমিতি কয়েকবার চেষ্টা করলেও কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। স্থানীয় ব্যাবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য, প্রশাসনিক প্রশয় না থাকলে মেইন রোড ও তার ফুটপাতের ওপর এরকম জমিদারি করার সাহস দেখানো সম্ভব নয়। এই অব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানো জরুরি। নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক এক স্থানীয় ব্যাবসায়ী বলেন, স্থানীয় প্রশাসন ভোটব্যাংকের মোহে এই জবরদখল ও বেআইনি বাজারটিকে নিয়ন্ত্রণের কোনও চেষ্টাই করছে না। বিষয়টিকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

অর্থনীতি

সতর্ক ভারতীয় বাজার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণা অনুযায়ী জিএসটি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের ভাবনা যেমন বাজারকে শক্তি জোগাচ্ছে আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ভারত বিরোধী শুল্কনীতি বাজারকে শঙ্কিত করে চলেছে। এই দুই বিপরীতমুখী প্রক্রিয়ার জন্য বাজার বড় রকম আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের দরুন বৈদেশিক বিনিয়োগ যেটা ছিল সেটা আবার নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে। তাই এই পরিস্থিতিতে আগামী সপ্তাহের জন্য বাজার উপরের দিকে ২৫৫০০ লেভেল এবং নিচের দিকে ২৪৫০০ লেভেল এর মধ্যেই থাকার সম্ভাবনা। তবে উৎসব মরশুম শুরু হচ্ছে তার সাথে ইন্সুরেন্স সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে জিএসটি কমিয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ানোর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে

মুভমেন্ট করছে না। এই মুহূর্তে আমি যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৫০৫০ এর কাছে রয়েছে তবে ব্যাংক নিফটি সূচক দুর্বলতা প্রকাশ করছে। একের পর এক যা সুদূরপ্রসারী ভাবে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করবে। আমেরিকার খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত যদি বন্ধ হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে বাজার উপরের দিকেই যাবে।

জেনে রাখা দরকার

পূর্ব পাকিস্তান

১৯৪৮: ২৩ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন।

১৫ মার্চ: রাষ্ট্রভাষ সংগ্রাম পরিষদ ও পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর।

১৯৪৯: ২৩ জুন: আওয়ামী মুসলিম লীগ–এর প্রতিষ্ঠা।

১৯৫০: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত।

১৯৫৪, মার্চ: পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন এপ্রিল, এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন।

মে ৩০ : কেন্দ্রীয় সরকার মন্ত্রীসভা বাতিল করে। পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিল।

১৯৫৫: জুন ৯ : আবু হোসেন মন্ত্রীসভা গঠন।

১৯৫৬, মার্চ: পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত। পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র আখ্যায়িত। বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৬২: হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি গ্রেপ্তার।

১৯৬৯: ২০ জানুয়ারি: পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ)–এর মৃত্যু।

১৯৭০: ১২ নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় ভোলা ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু।

১৯৭১: ২ মার্চ: স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন।

১৬–২৩ মার্চ: ইয়াহিয়া–মুজিব আলোচনা ব্যর্থ।

২৩ মার্চ: পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের অফিস আদালত সহ সর্বর স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন।

২৫ মার্চ : পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ

১৯৭১: ১৬ ডিসেম্বর: বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ।

১৯৭২: ১২ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও আরও ১১ জন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন। প্রথম রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরি শপথ গ্রহণ করেন।

৪ নভেম্বর : সংবিধান জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়।

১৯৭৪: ১০–১৮ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি।

১৬ মে: ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত চুক্তি।

১৯৭৫: ২৫ জানুয়ারি : চতুর্থ সংশোধনী বিল–সংসদীয় পদ্ধতির বদলে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার কায়েম। শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। দেশে একটিমাত্র জাতীয় দল রাখার বিধান চালু।

১৪ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম উপগ্রহ যোগাযোগ ভূকেন্দ্র উদ্বোধন।

১৫ আগস্ট : শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর একদল অফিসারের হাতে নিহত। সামরিক শাসন জারি। ২৪ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান হলেন।

১৯৭৭: ২১ এপ্রিল: রাষ্ট্রপতি হলেন জিয়াউর রগহমান।

৫ নভেম্বর: গঙ্গার জল বণ্টন প্রশ্নে বাংলাদেশ–ভারতের দীর্ঘ ১৫ বছরের বিরোধের নিষ্পত্তি। ফরাক্কা চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৯৭৮: ৩ জুন: রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। জেনারেল জিয়াউর রহমান ৭৬.৭ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত।

১৯৭৯: ৬ এপ্রিল: সামরিক আইন প্রত্যাহার।

১৯৮১: ৩১ মে: চট্টগ্রামে সামরিক অভ্যুত্থান। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত।

১৯৮২: মার্চ ২৪: সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল করলেন। *(ক্রমশ)*

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২৩ আগষ্ট – ২৯ আগষ্ট, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহে মেষ রাশির জাতক–জাতিকারা ভাগ্যের সমর্থন পাবেন। অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হবে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবং উপাসনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। চাকরিজীবীরা তাদের কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন। ব্যবসায় আপনার পরিকল্পনা সফল হবে এবং আটকে থাকা অর্থ উদ্ধার হতে পারে। ক্ষমতা বা সরকার সম্পর্কিত কাজে সাফল্য পাবেন। স্বাস্থ্য এবং খাদ্যাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিন।

বৃষ রাশি : এই রাশির জাতকদের কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে।শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবে। সম্পত্তি সম্পর্কিত বিরোধ পারস্পরিক সমাধান করা হবে। বড় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পিতামাতার সহায়তা নিন। ব্যবসায় লাভ হবে। চাকুরীজীবীরা অগ্রগতির সুযোগ পাবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে এবং সম্পর্কের উপর আস্থা দৃঢ় হবে। বিবাহিত জীবন আনন্দদায়ক হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

মিথুন রাশি : এই রাশির জাতকদের কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবে। সম্পত্তি সম্পর্কিত বিরোধ পারস্পরিক সমাধান করা হবে। বড় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পিতামাতার সহায়তা নিন। ব্যবসায় লাভ হবে। চাকুরীজীবীরা অগ্রগতির সুযোগ পাবেন। বিবাহিত জীবন আনন্দদায়ক হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

কর্কট রাশি : আপনার এই সপ্তাহটি ভালোই কাটবে। আপনি ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় নতুন সুযোগ পাবেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা নতুন সুযোগ পাবেন। সহকর্মী এবং সিনিয়রদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। আদালত–সম্পর্কিত বিষয়ে আপনাকে দৌড়াদৌড়ি করতে হতে পারে। চাকরিজীবীদের কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। বিবাহিত জীবন সুখকর হবে।

সিংহ রাশি : এই সপ্তাহে সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের ভাগ্য অনুকূল থাকবে। নতুন কিছু শুরুতে সাফল্যের সম্ভাবনা। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইতিবাচক ফলাফল পাবেন। জমি, ভবন বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনা পূরণ হতে পারে। অংশীদারিত্বে ব্যবসায়ীদের নথিপত্র সঠিকভাবে পরীক্ষা করা উচিত। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

কন্যা রাশি : স্বাস্থ্য এবং সম্পর্কের প্রতি মনোযোগ দিন। সহকর্মীর সাথে বিরোধ হতে পারে। ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় উত্থান–পতন হবে। নতুন পরিকল্পনা বা বিনিয়োগের আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। প্রেমের বিষয়ে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন।

তুলা রাশি : আপনি কোনও বিশেষ কাজের জন্য সম্মানিত হতে পারেন। বক্তব্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। মার্কেটিং–এর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই সময়টি খুবই শুভ। চাকরি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভাল সুযোগ আসবে। বেশিরভাগ সময় আনন্দে কাটাবেন। প্রেমের সম্পর্কের জন্যও সময় অনুকূল হতে চলেছে। বিবাহিত জীবনে সুখ থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : ভ্রমণ এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের দিক থেকে শুভ হবে। শুভাকাঙ্ক্ষীরা আপনার সহায়ক হবেন। সরকারের কাছ থেকে আপনার সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গবেষণার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বড় সাফল্য পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। বিবাহিত জীবনে, আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। বাকি সবকিছুই আনন্দদায়ক হবে।

ধনু রাশি : ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ব্যস্ততাপূর্ণ হতে চলেছে। কাজের চাপ বেশি থাকায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে। ব্যবসায়ীদের অন্যদের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস করা ক্ষতিকারক প্রমাণিত হতে পারে। আপনি একটি বড় দায়িত্বও পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুকূল সময় থাকবে। পরিবারের সাথে ভ্রমণে যেতে পারেন, তবে স্বাস্থ্য এবং জিনিসপত্রের দিকে মনোযোগ দিন।

মকর রাশি : আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কাজে বাধা আসতে পারে। মৌসুমি রোগ বা কোনও পুরনো রোগ দেখা দিতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় আহত হতে পারেন। ব্যবসায়ীরা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন। শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হতে পারে। বাড়ির কোনও বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ হতে পারে, তবে প্রবীণের সাহায্যে সমাধান পাওয়া যাবে। সন্তানের কোনও বড় অর্জন আপনাকে গর্বিত বোধ করবে। ক্যারিয়ার এবং ব্যবসা সম্পর্কিত ভ্রমণ লাভজনক হবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কাউকে টাকা ধার দেবেন না। অর্থ বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

মীন রাশি : এই সপ্তাহটি মীন রাশির জাতকদের জন্য লাভজনক হতে চলেছে। ছোট সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে দলগত কাজের উপর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ধৈর্য ধরে সময়মতো সাফল্য পাবেন। ব্যবসায়ীদের আটকে থাকা অর্থ বের করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে এবং ব্যবসার প্রসারও সম্ভব হবে। সরকার এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন।

শরীর নিয়ে নানা কথা

বাতের ব্যথা মানেই শুধু কোমর বা হাঁটু নয়, অনেক সময় এটি অটোইমিউন রোগের লক্ষণ

বাতের ব্যথা বললেই সাধারণত মানুষ কোমর বা হাঁটুর ব্যথার কথাই বোঝেন। কিন্তু এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি অ্যান্ড রিউম্যাটোলজি (এআইআইআর)–এর বিশিষ্ট ডাঃ প্রদ্যোৎ সিনহা মহাপাত্র স্পষ্ট জানালেন–"বাত" শব্দটির কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অনেক ক্ষেত্রেই এই ব্যথা আসলে এক ধরনের অটোইমিউন রোগ, যেখানে জয়েন্ট ফুলে যায়, ব্যথা হয়, এমনকি শরীরের অন্যান্য অঙ্গও আক্রান্ত হতে পারে।

এবিষয়ে **ডাঃ প্রদ্যোৎ সিনহা মহাপাত্রের** থেকে জানালেন সোমনাথ পাল

প্রশ্ন: বাতের ব্যথা বলতে ঠিক কী বোঝায়?

উত্তর: চলতি কথায় আমরা সব ব্যথাকেই বাতের ব্যথা বলি। কিন্তু বাস্তবে এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অটোইমিউন ডিজিজ। এতে জয়েন্ট ফুলে যায়, ব্যথা হয়, আবার অনেকে চোখ, কিডনি বা ফুসফুসের সমস্যাতেও ভোগেন।

প্রশ্ন: কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

উত্তর: রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হলে শুধু গাঁট নয়, ফুসফুস, চোখ, নার্ভ এমনকি হার্টও আক্রান্ত হতে পারে। সতর্কতার লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে–দীর্ঘদিন জ্বর থাকা, গাঁট ফোলা, চামড়ায় র‍্যাশ, কাশি, চোখ শুকনো লাগা, প্রস্রাবে ফেনা, কিডনির সমস্যা বা রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া।

প্রশ্ন: সব বয়সীদের ক্ষেত্রেই কি ঝুঁকি সমান?

উত্তর: হ্যাঁ, এই রোগের নির্দিষ্ট কোনও বয়সসীমা নেই। ছোট শিশু থেকে বৃদ্ধ–যে কারও হতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এসএলই বা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বেশি দেখা যায়, আবার পুরুষদের ক্ষেত্রে ইউরিক অ্যাসিড বা অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস বেশি হয়। বয়স কম মানেই অসুখ হালকা হবে–এটি একেবারেই ভুল ধারণা।

প্রশ্ন: রোগ নির্ণয় কীভাবে সম্ভব?

উত্তর: বিশেষ কিছু রক্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসকের পরামর্শে করা টেস্টেই রোগ ধরা পড়ে। নিজে থেকে টেস্ট করা বা অনুমান করে চিকিৎসা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন: বাতের ব্যথায় কোন ওষুধ খাওয়া নিরাপদ?

উত্তর: অটোইমিউন ডিজিজে কোন ওষুধ চলবে, তা চিকিৎসক রোগীর অবস্থা দেখে ঠিক করেন। সাধারণ ব্যথার জন্য মাঝে মাঝে প্যারাসিটামল নেওয়া যেতে পারে। তবে যাদের হার্ট, কিডনি বা পেটের সমস্যা আছে, তাদের ব্যথার ওষুধ খাওয়া বিপজ্জনক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো–নিজে থেকে ওষুধ খাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

প্রশ্ন: রাস্তায় বা ট্রেনে বিক্রি হওয়া আয়ুর্বেদিক ওষুধ ও মলম খাওয়া কি ঝুঁকির?

উত্তর: অবশ্যই। এসব ওষুধে কী আছে তা নিশ্চিত নয়। অনেক সময় স্টেরয়েড বা ক্ষতিকর মিশ্রণ থাকে, যা কিডনি ও লিভারের স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। মলমেও স্টেরয়েড থাকতে পারে, যা থেকে অ্যালার্জি বা মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই রাস্তায় বিক্রি হওয়া ওষুধ বা মলম ব্যবহার সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা উচিত।

ডাঃ প্রদ্যোৎ সিনহা মহাপাত্রর মতে–বাতের ব্যথা অবহেলা করলে পরবর্তী জীবনে মারাত্মক জটিলতা হতে পারে। তাই দ্রুত রোগ শনাক্ত করা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই হল সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।

কলকাতা পুরনিগমে ৬৭৫ জন কনজার্ভেন্সি মজদুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা পুর নিগমে কাজের জন্য কনজার্ভেন্সি মজদুর পদে ৬৭৫ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে বাংলা, ইংরিজি ও হিন্দি/ উর্দু/ ওড়িয়া / নেপালি ভাষা লিখতে ও পড়তে জানা ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫–র হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরাও যথারীতি ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা, রাস্তা পরিষ্কার করা, ভ্যাটে আবর্জনা ফেলা ইত্যাদি কাজ করতে হবে। হাতে টানা গাড়ি, পায়ে চালানো ভ্যান, ব্যাটারিচালিত–হাইড্রলিক ডাম্পার্স ও অটো ট্রিপার ট্রাক চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। পে লেভেল। শূন্যপদ: ৬৭৫টি (জেনাঃ ২২১, ই.ডব্লু.এস. ৫৮, ই.ডব্লু.এস. (প্রাঃসঃকঃ) ১০, জেনাঃ মেধাবী খেলোয়াড় ২০, জেনাঃ প্রাঃসঃকঃ ৩৮, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ২৯, তঃজাঃ ১২৬, তঃজাঃ প্রাঃসঃকঃ ১৯, তঃউঃজাঃ ২৮, তঃউঃজাঃ–প্রাঃসঃকঃ ১০, ও.বি.সি. –এ ক্যাটেগরি ৫৮, .ও.বি.সি.–এ (প্রাঃসঃকঃ) ১০, ও.বি.সি. বি ক্যাটেগরি ৩৮, ও.বি.সি.–বি ক্যাটেগরি প্রাঃসঃকঃ ১০)। এই পদের Advertisement No. 4 of 2025.

প্রার্থী বাছাই করবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। এজন্য প্রথমে লেখা ও পড়ায় দক্ষতা দেখা হবে। তারপর ফিল্ড টেস্ট। এই টেস্টে আবর্জনা সরানো, লোডিং–আনলোডিং সংক্রান্ত কাজের পরীক্ষা করা হবে। বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.msc-wb.org দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.mscwb.org এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। অনলাইনে যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০) টাকা জমা দেবেন অনলাইন মেথডে (through Indiaideas.com Limited –Bill Desk Mentioned at WBMSC)–এ। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

রাজ্য সরকারে ১০৮ বিচারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদালতে কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে ১০৮ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ২০ থেকে ২৩ সালের জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হবে ৫৪টি পদে আর ২০ থেকে ২৪ সালের জুডিশিয়াল পরীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হবে আরো ৫৪টি পদে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা বার কাউন্সিলে অ্যাডভোকেট হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকলে আবেদন করতে পারেন।

বয়স: বয়স হতে হবে ২৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ২০২৩ সালের পরীক্ষার জন্য জন্ম–তারিখ হতে হবে ২৯–১২–১৯৮৮ থেকে ২৮–১২–২০০০"এর মধ্যেকে এবং ২০২৪ সালের পরীক্ষার জন্য জন্ম–তারিখ হতে হবে ৮–১২–১২–১৯৮৯ থেকে ২০০১"এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন।

মূল মাইনে : ২৭,৭০০–৪৪,৭৭০ টাকা।

শূন্যপদ: ১০৮টি। এর মধ্যে ২০২৩ সালের পরীক্ষায় শূন্যপদ ৫৪টি (জেনাঃ ২৩, ই.ডব্লু.এস. ৫, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ৬, ও.বি.সি. –বি ক্যাটেগরি ৩, প্রতিবন্ধী ২)। আর ২০২৪ সালের পরীক্ষায় শূন্যপদ ৫৪টি (জেনাঃ ২২, ই.ডব্লু.এস. ৬, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ৫, ও.বি.সি. –বি ক্যাটেগরি ৪, প্রতিবন্ধী ২)।

এই পরীক্ষা সাধারণ প্রার্থীরা ৩ বার আর তপশিলী, ও.বি.সি. প্রার্থীরা ৫ বার দিতে পারবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 19/2023, 9/2024.

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ২০২৩ ও ২০২৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস এক্সামিনেশন"এর মাধ্যমে। প্রথমে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা হবে। ২০২৩ সালের পরীক্ষা ডিসেম্বরে আর ২০২৪ সালের পরীক্ষা হবে আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে।

পরীক্ষা কেন্দ্র: কলকাতা (কোড ১১) ও দার্জিলিং (১১)। এই পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ২০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে।

বিষয়ে: (১) ইংলিশ কম্পোজিশন–৩০ নম্বর, (১) জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, টেস্ট অফ রিজনিং– ৪০ নম্বর, (৩) ভারতীয় সংবিধান–২০ নম্বর, (৪) ল অফ কন্ট্রাক্টস অ্যান্ড টর্টস – ২০ নম্বর, (৫) ল অফ এভিডেন্স–২০ নম্বর, (৬) সিভিল প্রসিডিওর কোডস–২০ নম্বর, (৭) ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড ও ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ২০ নম্বর, (৮) পার্সোন্যাল ল–১০ নম্বর, (৯) ল অফ লিমিটেশন–২০ নম্বর। সময় থাকবে আড়াই ঘন্টা।

সফল হলে ফাইনাল পরীক্ষায় ৮টি আবশ্যিক বিষয় ও ৩টি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। প্রতিটি পেপারে থাকবে ১০০ নম্বর ও সময় থাকবে প্রতিটি পেপারের জন্য ৩ ঘণ্টা। সবশেষে ১০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

দরখাস্ত করার পদ্ধতি: দরখাস্ত করবেন অনলাইনে। ২০২৩ সালের পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত করবেন ২২ আগস্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আর ২০২৪ সালের পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত নেওয়া হবে ১০ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত।

ওয়েবসাইট: www.pscwbonline.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কে.বি.র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করবেন ২০০ ডি.পি.আই.তে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করবেন। এবার স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। তখন Submit করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ২১০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা দিতে হবে ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ড কিংবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন। ২০২৩ সালের পরীক্ষার জন্য ফর্ম এডিট করতে পারবেন ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ২০২৪ সালের পরীক্ষার জন্য ফর্ম এডিট করতে পারবেন ১২ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরের সামালিতে আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য

আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

শব্দবার্তা ৩৫৭

				১			২
	৩	৪		৫		৬	
		৭					
				৮	৯		
১০	১১		১২				
			১৩				
১৪					১৫		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

৩। খর্ম, স্বেদ ৫। প্রয়োজন ৭। গর্ব, অহংকার ৮। দাবাখেলা ১০। ক্লান্তিহীন, আলস্যহীন ১৩। রশি ১৪। শয্যাকীট ১৫। প্রচলন, রেওয়াজ

উপর–নীচ

১। পাজি ২। বংশ, কুল ৪। গাছের সর্বোচ্চ ডাল ৬। কর্মকার ৯। নির্দিষ্ট খরচের আনুষাঙ্গিক বাজে খরচ ১১। নং ১২। প্রভু, মালিক ১৪। চামড়া

সমাধান : ৩৫৬

পাশাপাশি : ২। অনাধিকার ৪। পরিপাক ৫। নারাচ ৭। দশেরা ৯। উপনেত্র ১০। শপথনামা

উপর–নীচ : ১। জনাপবাদ ২। অবাক ৩। ধিঙ্গিপনা ৬। চরিত্রবল ৮। রাজপথ ৯। উপমা

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : বর্ষায় বেহাল রাস্তায় হয়রানি যেন সকলের নিত্যদিনের সঙ্গী। এমনই এক রাস্তা হাওড়া মাকড়দহ থেকে ডোমজুড়। এই রাস্তা দিয়ে ছোট বড় যানবাহন চলাচল করে। হাওড়া ও কলকাতাগামী বহু যানবাহন চলাচল করে। বিভিন্ন স্থানে ইঁটের টুকরো দিয়ে রাস্তা সংস্কারের চেষ্টা করা হয়েছে ঠিকই তাতে রাস্তার দশা একই রয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি ডোমজুড় হাসপাতালের সামনে রাস্তার বেহাল দশা সকালেই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এখানেও ইঁটের টুকরো দিয়ে রাস্তা মেরামত করা হয়। হাসাপাতালের সামনে এমন বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি গ্রামবাসী থেকে শুরু করে সকল নিত্যযাত্রীদের। এখন দেখার প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা সংস্কারের জন্য কি ভূমিকা গ্রহণ করে।

জন্ম সার্টিফিকেট দিতে দাবি অতিরিক্ত টাকা, অভিযোগ

অভীক মিত্র : এসআইআর আবহে রামপুরহাট ১নং ব্লকের দখলবাটি গ্রামপঞ্চায়েতে জন্ম সার্টিফিকেটে অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ। দখলবাটি গ্রামপঞ্চায়েতে ডিজিটাল জন্ম সার্টিফিকেট পেতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ৩০০ টাকা করে নেওয়ার অভিযোগে বিভিন্ন নার্সিংহোমের নবজাতকের জন্মসনদ এই গ্রামপঞ্চায়েত থেকেই দেওয়া হয়। পাশের বহু পঞ্চায়েতে ৫০ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১০০ টাকায় জন্ম সার্টিফিকেট মিললেও দখলবাটি গ্রামপঞ্চায়েতে ৩০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এক ব্যক্তি এই নিয়ে লিখিত

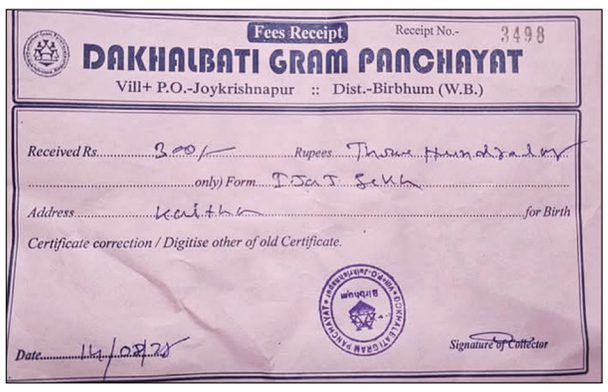

এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতিদিন প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০জন আবেদন জানাতে আসে কিন্তু আবেদন করতে দিতে হচ্ছে নির্দিষ্ট টাকা। রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অভিযোগ করেছে প্রশাসনের কাছে। রামপুরহাট ১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অঙ্কুর মিত্র বলেন, “আমার জানা ছিল না। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

২ তৃণমূল কর্মী খুনে ১২ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট মহকুমার মাড়গ্রামে দুই তৃণমূলকর্মীকে বোমা মেরে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ১২জন আসামিকে রামপুরহাট মহাকুমা আদালতের বিচারক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেন। মাড়গ্রামের ধুলাফেলা মোড় লাগোয়া এলাকায় ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সালে দুই তৃনমূলকর্মী – নিউটন শেখ ও লাল্টু শেখকে বোমা মেরে খুন করা হয়। মাড়গ্রামে বোমা মেরে ২ তৃণমূলকর্মীকে খুনের ঘটনায় ২১ আগষ্ট ১২ জন আসামিকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। নিহত লাল্টু শেখ ছিল মাড়গ্রাম ১নং গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান মহুবুল আলী ওরফে ভুটুর ভাই। আয়নালের বাড়ির সামনেই রাস্তায় নিউটন ও লাল্টুর উপরে বোমা মারা হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নিউটন শেখের এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় লাল্টু শেখ। সেই খুনের ঘটনার ১৮ মাস পর অভিযুক্তদের বৃহস্পতিবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বাকি ৮ জন এখনও পলাতক। প্রত্যেককে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

ফুলের মাঠ জলমগ্ন আকাশছোঁয়া ফুলের দাম

কল্যাণ রায়চৌধুরী : এমনিতেই বাঙালি হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। জন্মাষ্টমী থেকেই উৎসব শুরু হয়ে যায়। মনসা পুজো, ভদ্রাবতী পুজোর পরপরই বিশ্বকর্মা পুজো। তারপরই দুর্গোৎসব। হিন্দুদের পূজার্চ্চনায় অন্যতম উপকরণ ফুল, বেলপাতা, দুর্বা, তুলসীপাতা। কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পুজোর এই উপকরণগুলির দাম রীতিমত আকাশছোঁয়া। মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। ফুলচাষী থেকে শুরু করে ফুল ব্যবসায়ীরা রয়েছেন গভীর উদ্বেগের মধ্যে। চাহিদা থাকলেও মিলছেনা ফুল,

দুর্বা, তুলসীপাতা কিংবা বেলপাতা। ফলে ব্যবসায়ীরা নিরুপায় হয়ে পাইকারি বেশি মূল্যে কিনছেন। তারা রাজ্যের বিভিন্ন ফুলবাজার থেকে ফুল ও অন্যান্য উপকরণ কিনে তা বিক্রি করেন কলকাতা সহ অন্যান্য শহরে গিয়ে। সেখানেও খরিদ্দারদের সঙ্গে ফুলের দাম নিয়ে মন কষাকষি লেগেই আছে।

রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগর ফুলবাজারে গিয়ে দেখা গেল দোপাটির কেজি ৬০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা, রজনীগন্ধা প্রতি কেজি ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা, তুলসী পাতা প্রতি আটিঁ ১০ থেকে ১৫ টাকা, দুর্বা আঁটি প্রতি ৩০ থেকে ৪০ টাকা, জবা প্রতি হাজার ২০০ থেকে ২৫০ টাকা, গাঁদা ফুল কেজি ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা, এক কুড়ি আনন্দের মালা ১৫০ থেকে ২০০ টাকা এবং পদ্মফুল পিস প্রতি ১৫ থেকে ২০ টাকা।

এ প্রসঙ্গে ফুলচাষি ও ব্যবসায়ীরা জানান, ‘ফুল চাষের মাঠ জলমগ্ন প্রায় ৩ মাসের উপর। যেটুকু ফলন হয়েছিল, তার মধ্যে অনেক ফুলই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী জোগান দেওয়া যাচ্ছে না।

দিকে দিকে মৎস্যজীবীদের বিক্ষোভে

অরিজিৎ মণ্ডল ও অমিত মণ্ডল : ১৯ আগষ্ট সকালে রায়দিঘি ফরেস্ট অফিসের সামনে শতাধিক মৎস্যজীবী জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দাবি, ইংরেজ আমলের এক আইন অন্যায়ভাবে জারি করা হচ্ছে। ফলে লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবী তাদের জীবীকা হারাবে। এই কারণে তারা অর্ডার কপি পুড়িয়ে দিয়েছে।আগামীকাল নামখানা, পাথরপ্রতিমা ও ডায়মন্ড হারবার হয়ে গোটা জেলা জুড়ে চলবে আন্দোলন। মূলত এই আইনের ফলে মৎস্যজীবীরা চুলকাটি ১ থেকে ৮ পয়েন্ট ও ডুলিভাসানি ১ থেকে ৮ পয়েন্টে মাছ ধরতে পারবে না তারা এছাড়াও বাকি সুন্দরবন কোর এরিয়ায় মাছ ধরা বন্ধ ও আরও একাধিক নিয়ম জারি হয়েছে। যার ফলে এই আন্দোলন চলছে।

অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনদপ্তরের আধিকারিক নিশা গোস্বামী জানান, ‘এই ধরনের নতুন কোন আইন বলবৎ করা হয়নি। এই আইন আগে থেকেই ছিল। বেশ কিছু রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া রয়েছে যেখানে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে যেতে বারণ হয়েছে। এটা নিয়ে মৎস্যজীবীরা নতুন করে ইস্যু

তৈরি করছে।’

অন্যদিকে নামখানা বনদপ্তরের ২১ আগষ্ট সকাল ১০টা থেকে প্রায় ২০০ জন মৎস্যজীবী বনদপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। চলে প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে। জানা গিয়েছে, এই এলাকার বহু মানুষ নদীতে মাছ ও কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁরা ছোট নৌকা নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যান। কিন্তু এখন তাঁরা নদীতে মাছ ধরতে গেলে সমস্যায় পড়ছেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, নদীতে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গেলে বনদপ্তরের কর্মীরা তাঁদের উপর অত্যাচার করেন। তাঁদের জাল ও মাছ ধরার বিভিন্ন সামগ্রী কেড়ে নেওয়া হয়। তাই তাঁরা এদিন বনদপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন।

এবিষয়ে সাউথ সুন্দরবন ফিশারম্যান এন্ড ফিস ওয়ার্কার ইউনিয়নের (নামখানা) সম্পাদক মোজাম্মেল খান বলেন, ‘দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই এলাকার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা নদীতে মাছ ও কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। অতীতে যে সব জায়গায় গিয়ে তাঁরা মাছ ও কাঁকড়া ধরতেন, সেই সব এলাকা গুলিকে এখন সংরক্ষিত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই ওখানে গিয়ে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কিন্তু ওই সব এলাকায় না গিয়ে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন না। তাই এদিন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে নামখানা বনদপ্তরের রেঞ্জারকে একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়েছে।’

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : ২১ আগষ্ট সকালে জয়নগরের উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশে নাথপাড়া এলাকায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল অনিমেষ নাথ (৪৮) এক যুবকের। পেশায় গাড়ি চালক, বাবা মায়ের সঙ্গেই থাকতেন। জানা গিয়েছে, গত কয়েক দিন ধরে নিম্নচাপের জেরে ক্রমাগত বৃষ্টি হয়ে চলায় বাড়ির টিভিতে ছবি ঠিকমত আসছিল না। ওইদিন সকালে অনিমেষ নিজেই সেটটপ বক্স নিয়ে টিভি চালানোর চেষ্টা করতেই হঠাৎই ছিটকে পড়ে অনিমেষ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মা চিৎকার করে ওঠেন। ছুটে আসেন পাড়া–প্রতিবেশীরা। তাঁরা বুঝতে পারেন, ওই যুবক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছিটকে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্থানীয় সত্যজিৎ নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর তাকে নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পাওয়ার পর বকুলতলা থানার পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।

বাংলা বলায় ফিরতে পারছে না পরিযায়ী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভিনরাজ্যে বাঙালিদের উপর নির্যাতনের অভিযোগে সরগরম গোটা রাজ্য। এই অবস্থায় নাগপুরে কাজে যাওয়া জহিরউদ্দিন ফকিরকে নিয়ে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে পরিবার। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বাড়ি জহিরউদ্দিন ফকিরের। ৩ মাস আগে দর্জির কাজ করতে ওই এলাকার ১৫–১৭ জন ভিনরাজ্যে যান। প্রথমে সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে তাঁরা কারখানার বাইরে বেরতে পারছেন না বলে অভিযোগ। রাস্তায় বা দোকানে বাংলায় কথা বললেই পুলিশে খবর দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি মারধর করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। বাংলায় কথা বললে হেনস্থা করা হচ্ছে, এমনকি জরিমানাও দিতে হচ্ছে বলে দাবি জহিরউদ্দিন ফকিরের পরিবারের। বাংলায় কথা বলার জন্য সেখানে ধরে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও দিতে হচ্ছে বলে দাবি। অভিযোগ, কয়েকদিন আগে কারখানা থেকে এক কিলোমিটার দূরে বাজার করতে

গিয়ে বাংলায় কথা বলায় পুলিশ এসে বাংলাভাষী কয়েকজনকে ধরে নিয়ে চলে যায়। এই আবহে পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন জহিরউদ্দিন ফকির। বাড়ি ফিরতে চান বলে বাবাকে জানান। পরিবারের দাবি, যেমন করে হোক ছেলেকে ফিরিয়ে আনা হোক। কিন্তু তার কাছ থেকে সব ধরনের ডকুমেন্ট কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। কয়েক মাস কাজ করলেও তার টাকা দেওয়া হচ্ছে না। বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে বাংলা কথা বলায় অত্যাচারের ভিডিও দেখে আশঙ্কায় রয়েছেন জহিরউদ্দিন ফকিরের পরিবার। ছেলে কীভাবে বাড়ি ফিরবে? এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে বিষ্ণুপুরের এই দরিদ্র পরিবার।

শিশু কন্যা খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে নিজের ৩ বছরের কন্যাসন্তানকে খুন করলেন মা ও তার প্রেমিক। পুলিশ সূত্রে খবর, অন্ধ্রপ্রদেশের কাট্রেনীকন্যা থানার এলাকায় নিয়ে গিয়ে ওই শিশুকে হত্যা করা হয়। প্রথমে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে জানালেও পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ধরা পড়ে আসল রহস্য। নাজিরা ও তাজউদ্দিন স্বীকার করেছেন, স্বামীর ঘর ছেড়ে নতুন করে সংসার গড়তে গিয়েই সন্তানকে পথে বাধা মনে হয়েছিল। সেই কারণেই শিশুকে আছাড় মেরে খুন করে তারা। পরে অন্ধ্রপ্রদেশেই ময়নাতদন্তের পর কবর দেওয়া হয়। সরিষা কামারপোল গ্রামের বাসিন্দা আজাহার লস্কর থানায় অভিযোগ করেন, তার স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ তাজউদ্দিনকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করে। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে জানান, “প্রেমিকের সঙ্গে সংসার করার জন্যই মা নিজেই সন্তানের হত্যায় জড়িত হয়েছে। বর্তমানে নাজিরা অন্তঃসত্ত্বা এবং দাবি করেছে তার গর্ভে থাকা সন্তান তাজউদ্দিনের।”

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

কাকদ্বীপের অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সরকার যখন চারিদিকে লোক ঠকানো বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করছেন তখন কাকদ্বীপের এক শ্রেনীর অসাধু ব্যবসায়ী কারসাজি করে লোক ঠকাতে শুরু করেছে বলে বলে জানা গেল। অভিযোগে প্রকাশ দোকানদাররা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য তালিকা টাঙ্গিয়ে রাখছে কিন্তু গ্রামের অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধ শিক্ষিত ক্রেতারা এলেই চড়া দর নেওয়া হচ্ছে। যেমন আটার দাম লেখা আছে ১২০ টাকা কুইন্টাল নিচ্ছে ১৮০ টাকা কুইন্টাল। সরষের তেলের দাম লেখা আছে ৬–২০ পয়সা নেওয়া হচ্ছে ৭ টাকা। এই রকম প্রায় জিনিষের দামই চড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষিত ক্রেতারা এলেই দোকানদারদের বিপদ। তবে শিক্ষিতের সংখ্যা তো তাদের ভালই জানা আছে তাই কারবার ভালই চলছে। এই সব অসাধু ব্যবসায়ীদের সায়েস্তা করতে হলে ছদ্মবেশী পুলিশের সহযোগিতাই একমাত্র উপায়।

৯ম বর্ষ, ২৩ আগষ্ট ১৯৭৫, শনিবার, ৩৭ সংখ্যা

দুর্ঘটনাপ্রবণ রাস্তায় বসানো হচ্ছে ব্যারিকেড

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষাকাল পড়তেই বারবার ঘটছে দুর্ঘটনা। প্রায় ১৫ দিন আগেও কাকদ্বীপের মুরগি পোল্ট্রি এলাকায় পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল দুই যুবকের। এরপরই ওই এলাকাটিকে দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমান ওই এলাকার ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর প্রায় সাড়ে ৩০০ মিটার রাস্তা জুড়ে বসানো হয়েছে পুলিশি ব্যারিকেড। ৫০ মিটার অন্তর প্রায় ৭টি ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, কাকদ্বীপ থেকে বকখালি যাওয়ার পথে এই এলাকাটি জনবহুল বাজারের প্রবেশ ও বাহির পথ। বাজার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেই এই এলাকাটি প্রায় ফাঁকা থাকে। তুলনামূলক গাড়ির সংখ্যাও অনেক কম থাকে। সেই কারণে ছোট ও বড় গাড়ি এখান দিয়ে প্রবল গতিবেগে যাতায়াত করে। রাতের সময় সবচেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি হয়। তখনই বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়াও কাকদ্বীপ ব্লকের বিভিন্ন রাস্তায় চলাচল করা টোটো ও

মেশিন ভ্যানগুলির পিছনে রেডিয়াম টেপ ও আলো লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চলমান অবস্থায় পিছনের দৃশ্য দেখার জন্য চালকের সামনে আয়না লাগানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ সুন্দরবন পুলিশ জেলা জুড়ে টোটোর সংখ্যা এখন অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কাকদ্বীপ ব্লকের বিভিন্ন রাস্তায় প্রায় ১০ হাজার টোটো চলাচল করে। দুর্ঘটনা কমানোর জন্য সম্প্রতি ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিকরা টোটো ইউনিয়নগুলির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তারপরই বেশ কয়েকটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে সেই নির্দেশগুলি মেনে চলা না হলে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ABRIDGED TENDER NOTICE

Rates are being invited from bonafied Agencies for SUPPLY WITH INSTALLATION OF 2 TON WINDOW AC MACHINE in the District of South 24 Parganas vide NIT Nos. 451/PLAN dt–21/08/2025 The last date of submission of rate is 28/08/2025 by 3:00p.m. at Office of the District Magistrate, South 24 Parganas, Planning & Statistics Section, New Administrative Building, 4th floor Alipore, Kolkata–700027. For details the above office may be contacted.

Additional District Magistrate (Dev.)
South 24 Parganas

Memo. no –1405/DICO/S–24 pgs Dt. 22/08/2025

সুন্দরবনের নদীতে বাড়ছে কুমিরের সংখ্যা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, সুন্দরবন : সুন্দরবন বাঘ্র প্রকল্প এলাকায় ক্রমেই কুমিরের সংখ্যা বাড়ছে। গত ২ বছরের কুমির গনণার রিপোর্টে এমনটাই দেখা গিয়েছে বলে দাবি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকদের। ১৬ আগষ্ট ব্যাঘ্র দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে একথাই জানান বন আধিকারিকরা। সোমবার সজনেখালি ব্যাঘ্র প্রকল্পের কার্যালয়ে টাইগার রামবেলস শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বন বিভাগের মুখ্য সচিব দেবল রায়, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা রাজেন্দ্র জাখর, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সরকারী অধিকর্তা জোন্স জাষ্টিন, জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মণ্ডল, জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ মুক্তার শেখ সহ ৪টি পঞ্চায়েতের প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যরা। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্যায়ে কুমির গণনার আনুমানিক রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি পরবর্তী পর্যায়ে কুমির গণনার কাজে গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলা হয়। যাতে কুমিরের সংখ্যা বাড়ানো যায় তার চেষ্টা করার কথা বলা হয়। অনুষ্ঠান শেষে জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মণ্ডল জানান, ব্যাঘ্র দিবস উপলক্ষ্যে এদিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বন সুরক্ষা বাহিনীকে চেক প্রদান এবং কুমির গণনার কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বন আধিকারিকরা জানিয়েছেন গত দু বছর ধরে কুমির গননার কাজ চলছে। আগামী বছরও হবে। তারপর বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। তবে জানা গিয়েছে ২০২২–২০২৩ সালের গণনায় ১১০–১৩২ টি এবং ২০২৩–২০২৪ সালের গণনায় ১২০–১৪০টি কুমির দেখা গিয়েছে। এবার ২০২৫–২০২৬ সালের গণনার পর এই তিন বছরের কুমির গণনার রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। তবে এদিন বন সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের চেক বিতরণ করা যায়নি।

প্রতিবাদ করায় মার গৃহবধূকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানা এলাকায় বাড়ির সামনেই রাতভোর তাস খেলার সঙ্গে চলছিল চেঁচামেচি ও গালিগালাজ। ঘুমোতে না পেরে প্রতিবাদ করায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় কোপ দেওয়া হয় এক গৃহবধূকে। অভিযোগ, কুলতলি থানার ১ নম্বর মধুসূদনপুর এলাকায়

১৮ আগষ্ট রাতে তাসের আড্ডা বসেছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা অনন্ত মণ্ডলের বাড়ির সামনে সারারাত ধরে চলছিল তাস খেলা। খেলা চলাকালীন নিজেদের মধ্যে আচমকা গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। ঘুমাতে না পেরে অনন্ত মণ্ডলের স্ত্রী নীলিমা ভোররাতে বাইরে বেরিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই সময় শরদিন্দু গায়েন নামে এক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই মহিলার মাথায় আঘাত করেন। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। বউদিকে বাঁচাতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ছিলেন দেওর শান্ত মণ্ডল। তিনিও আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। তাঁদের আর্তনাদে প্রতিবেশীরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁদেরও গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ। জখম দু’জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় জয়নগর কুলতলি ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার পরেই কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপরে তদন্তে নেমে পুলিশ শরদিন্দু গায়েনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে।

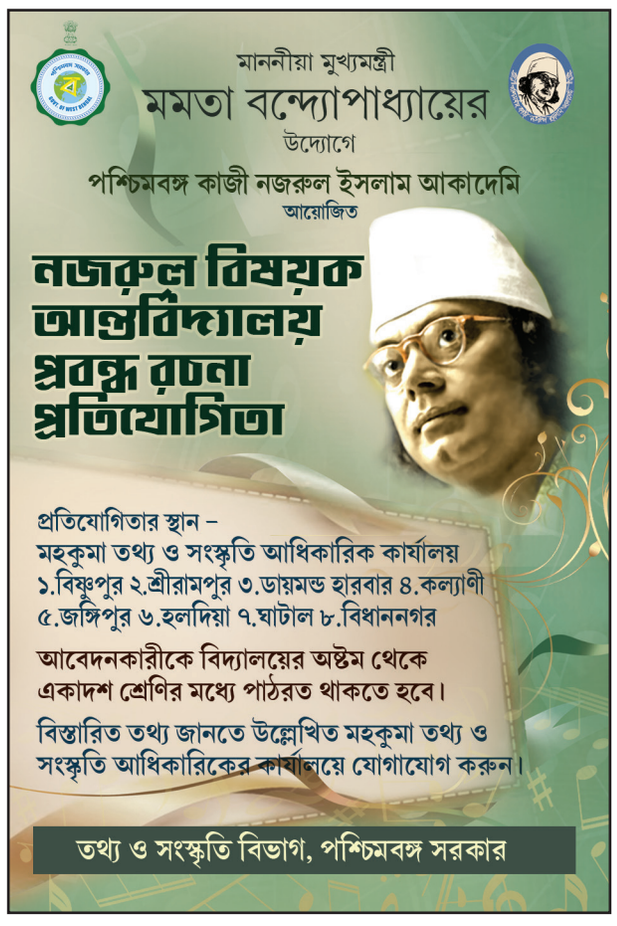

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২৩ আগস্ট – ২৯ আগস্ট, ২০২৫

নেতাজির প্রতি সুবিচার কবে

গত ১৮ আগস্ট কংগ্রেস তার সরকারি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে নেতাজির মৃত্যুদিন এ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। প্রতিবছর তারা এই কাণ্ডটি করে আসছেন। মনমোহন সিং সরকার লোকসভায় মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টকে উপযুক্ত কারণ ছাড়াই বাতিল করে দেন। কেন্দ্রীয় সরকার আজও সেই ধারা বজায় রেখেছে। মুখার্জি কমিশন স্পষ্ট ভাষায় তথ্য প্রমাণ সহ প্রমাণ করেছিল ১৯৪৫ এর ১৮ আগস্ট কোন দুর্ঘটনাই ঘটেনি এবং নেতাজির মৃত্যু হয়নি বিমান দুর্ঘটনায়। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল বলেছেন মুখার্জি কমিশন অসম্পূর্ণ তাই পূর্বতন শাহনাজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের রিপোর্টকেই মান্যতা দিচ্ছেন। অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব সেদিন তারা নেননি। বাৎসরিক নিয়ম মত জাতীয় কংগ্রেসের দাবিদার এই পার্টি নেতাজি মৃত্যুদিন উদযাপন করে। যদিও ১৯৬৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে দিয়েছিলেন। তৈরি হয়েছিল দুটি কংগ্রেস। কংগ্রেস (আই) এবং কংগ্রেস (আর্টস)। এখন সেসব দিন অতীত কিন্তু জহরলাল ও ইন্দিরা গান্ধীর পরম্পরা রক্ষায় আজও নেতাজিকে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত বলে প্রমাণ করতে মরিয়া কংগ্রেস। অন্যদিকে, কংগ্রেস আমলেই সাজানো নেতাজির তথাকথিত বিবাহের গল্প, স্ত্রী পুত্র পরবর্তীতে কন্যাকে সামনে রেখে নেতাজি তথাকথিত চিতা–ভস্ম এদেশে আনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে কংগ্রেস। এ বছরও সাজানো কন্যা, চিতা–ভস্ম ফেরানোর দাবি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত নেতাজি ফাইনাল স্পষ্ট তথাকথিত কন্যার জন্মের শংসাপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র বসুর দিক থেকে ওই কন্যা আদৌ জৈবিক কিংবা আইনগত দিক থেকে যুক্ত নয়। এই মিথ্যাচারকে নেতাজির নামে কিছু কিছু সংগঠন মদত দিয়ে যাচ্ছে আজও। নেতাজি ফাইলে বহু তথ্য এসেছে। আজাদ হিন্দ সরকারের বহু কোটি টাকার সম্পত্তি এবং অর্থ দেশভাগের পর কিভাবে লুটপাট হয়েছে তার ইঙ্গিত মিলেছে নেতাজি ফাইলে। সে বিষয়ে মূল স্রোতের মিডিয়াগুলি প্রায় নীরবতা অবলম্বন করে চলেছে।

দেশের নেতাজি অনুরাগীদের দীর্ঘদিনের দাবি নেতাজির জন্মদিন ২৩ জানুয়ারিকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হোক। ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীতে ছুটি থাকলেও ২৩ জানুয়ারি কয়েকটি হাতে গোনা রাজ্যে ছুটি থাকে। ইতিহাসের প্রাঙ্গনেও নেতাজি ও হিন্দ সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। দেশের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের সামনে দাঁড়িয়ে নেতাজির আদর্শ হয়ে উঠতে পারত দেশের চালনা শক্তি। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নিজস্ব নানা স্লোগানে মুখরিত হলেও রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন স্লোগান নেই। একমাত্র জয় হিন্দ স্লোগান হয়ে উঠতে পারে ঐক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শ স্লোগান। সামরিক বাহিনীতে এই স্লোগান চিঠিপত্র সর্বত্র ব্যবহার করা হয়। অসামরিক মানুষরা এখনও ব্রিটিশ হ্যাং ওয়ার্ক পার্টি ওঠা সুযোগ পায়নি। জয় হিন্দ কে জাতীয় স্লোগান করার মত মহত্ব দেখাক রাষ্ট্রপ্রেমি কেন্দ্রীয় সরকার ও দেশপ্রেমের বিরোধী দলগুলি।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে যেমন সমুদ্র উচ্ছ্বল হয়, তেমনই সুন্দরী অপ্সরা দর্শনে শুক্রের মন উচ্ছ্বল হয়ে উঠল। তিনি চেষ্টা করলেন এই বাহ্য–বিষয় হতে মনকে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু মোহের আতিশয্যে অপ্সরাই তাঁর মনে অবস্থান করতে লাগল। নয়ন মুদে অপ্সরার ধ্যানে তিনি আমোদ পেতে লাগলেন। তিনি বোধ করলেন, ঐ তো ক্রীড়ারতা অপ্সরা, আমিও মনোরম স্বর্গে উপস্থিত হয়েছি। এইতো অমরলোকবাসিগণ কি রমণীয় মালা অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে বিরাজমান রয়েছেন। মধুরহাসিনী কামিনীগণ চঞ্চলা হয়ে কি শোভা রচনা করেছে! এইতো সেই সুন্দরকান্তি দেবগণ, ঐ যে ঐরাবত হস্তী, মন্দপ্রবাহিনী আকাশগঙ্গা, আহা ঐতো দেবরাজ ইন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। ভৃগুপুত্র মনোকল্পিত আকাশে স্বর্গীয় দৃশ্যে আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি দেবরাজকে নমস্কার করলে, ইন্দ্রও সাদরে শুক্রকে স্বর্গরাজ্যে অভ্যর্থনা জানালেন, তাঁকে চিরকাল স্বর্গসুখ ভোগের আমন্ত্রণ জানালেন। সুরগণের এবং দেবরাজের প্রিয় হয়ে শুক্র দেবলোকে অবস্থান করতে লাগলেন। সুন্দরী অপ্সরার সাথে তাঁর বিবাহ হল। শুক্রের জীবন যেন আরও রমণীয় হয়ে উঠল। পুণ্যাত্মা দেশ স্বর্গের পরিবেশ শুক্রকে মুগ্ধ করেছিল, সেই সাথে অপ্সরার সঙ্গসুখ তাঁকে আরও বত্রিশ যুগ ধরে বিমোহিত ক"রে রাখে। একদিন শুক্রের মনে হল অনেক পুণ্যবলে তিনি স্বর্গ ভোগ করছেন, কিন্তু পুণ্যফলও তো ক্ষয়শীল। নিশ্চয়ই একদিন তাঁরও পুণ্যফল ভোগের অন্ত হবে। এই কথা মনে হতেই তিনি বিষন্ন হলেন। কালক্রমে পুণ্যফল ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তিনি মর্ত্যলোকে পতিত হলেন। কখনও ব্রাহ্মণকুলে, কখনও রাজকুলে, কখনও বা দরিদ্র তপস্বীর পরিবারে জন্ম গ্রহণ ক"রে বহুবর্ষ অতিবাহিত করলেন। ইতোমধ্যে ভৃগুপুত্রের শরীর ভৃগুর তপস্থলীর নিকটে বিশুস্ক কঙ্কালরূপে পরিণত হয়ে পড়েছিল। যথাকালে ভৃগুর সমাধি হতে ব্যুত্থান হলে তিনি পুত্র শুক্রকে দেখতে না পেয়ে আকুল হলেন। তিনি ভাবলেন কাল অযথা তাঁর পুত্রকে হনন করেছে। ক্ষোভে ও ক্রোধে ভৃগু কালকে অভিসম্পাত করতে উদ্যত হলে স্বয়ং কাল উপস্থিত হলেন। প্রাণীর প্রাণসংহর্তা কাল নিরাকার হলেও স্থূলদেহ ধারণ ক"রে ঋষি ভৃগুকে বললেন, ভগবন্! আপনি বৃথা আপনার তপোবল অপচয় ক"রছেন। মোহাবিষ্ট হওয়া আপনার শোভা পায় না। আপনি তো জানেন, আমি নিয়তির আজ্ঞাধীন। নিয়তিবশেই আমি নিরপেক্ষ হয়ে অসংখ্য রুদ্র, বিষ্ণু, দেবগণ, অসংখ্য প্রাণ যথানিয়মে ভক্ষণ করে থাকি। সকলেরই প্রাণ আমার খাদ্যস্বরূপ। সম্পূর্ণ নিস্পৃহচিত্তে আমি এই কর্ম নির্বাহ করে থাকি।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

এগুলো প্র/চার পায় না

সরকারি সাহায্য ছাড়াই ১৬০ কিমি নদী পরিষ্কার করেছেন পাঞ্জাবের বালবীর সিং, না কোনও নায়কোচিত ব্যাবহার, না অ্যাকশন সিনেমার দৃশ্য, এরাই বাস্তবের সেই হিরো, যাদের কৃতিত্ব প্র/চার কেউ করেনা

www.facebook.com/theburdwanbuzz

গণ দেবতার নয়, দলের জন্যই নিবেদিত প্রাণ নির্বাচিতরা

সুবীর পাল

ওই যে নির্বাচনী ঘন্ট বেজে উঠেছে। আকাশ বাতাস জুড়ে শোনা যায় কত বাহারি গান। কত তার সুরেলা সুর।

একটা গান খুব শোনা যায় প্রার্থীদের গুনগুন মগ্নে। আমি তো তোমার চিরদিনের হাসি কান্নার সাথী। বেচারা ভোটাররা অগত্যা খানিকটা নিমরাজি বিশ্বাস নিয়ে গলা মেলান, আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি।

এমন আস্থার গানের যবনিকা ঘটতে ঘটতেই সাঙ্গ হলো নির্বাচন পর্ব। জিতে গেলেন সর্বঘটের কাঁঠালী কলার প্রতিশ্রুতি দাতা কোনও এক প্রার্থী। এরপর গানের ওই পর্ব ক্রমেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তবু কোনও কোনও বেয়ারা আমপাবলিক শেষে বিরক্ত হয়ে গেয়ে ওঠেন, যা, যা পাখি উড়তে দিলাম তোকে, যা যা যা, খুঁজে নে অন্য কোনও বাসা। খুঁজে নে অন্য কোনও মন, ভুলে যা বন্য ভালবাসা। সেই প্রার্থী এখন নয়া জনপ্রতিনিধি বনে গেছে যে। তিনিও প্রতি সঙ্গীতে উত্তর দেন, সব ভাল মুছে যাবে হয়তো বা থাকবে না সাথে কেউ।"

কি করে আপনার সঙ্গে থাকবে সবাই বলুন তো? যখন প্রার্থী ছিলেন তখন তো আপনি আপনার কেন্দ্রের গণদেবতার ভোট মেঙ্গে ছিলেন। তাই না! আপনি এও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভোটে জিতে মানুষের সেবা করবেন। কিন্তু কোথায় কি? ভোজবাজির মতো কোথায় যেন নিমিষে নিঃশেষিত হয়ে গেল আপনারই দেওয়া সেই সব মনুষ্য সেবা নিবেদিত প্রতিশ্রুতি গুলো। আপনি এখন আর জনগণের নন। ভোটে জিতেছেন বলে কথা। কেমন কেমন অচেনা অচেনা হনু হনু ভাব আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে। মানুষের ভোট কুড়ানো প্রার্থী থেকে আজ আপনি রাতারাতি হয়ে উঠেছেন গলায় চেন লাগানো লেজ নাড়ানো এক উচ্চস্তরীয় নেতা ভক্ত অ–মানুষ। অথচ এমনটাতো হবার কথা ছিল না আপনার। সুতরাং আপনাকে তো নিজ কৃতকর্মে একসময় আক্ষেপ করতেই হবে আপনার গাওয়া সেই গানের শব্দগুলো স্মরণ করে, ...হয়তো বা থাকবে না সাথে কেউ। কারণ এই আপনিই না আপনার পিক ফর্মে মনে পড়ে কি বলেছিলেন আপনার কেন্দ্রের এক ভোটারকে। এই তো কয়েক দিন আগের কথা। একজন এসেছিলেন আপনার কাছে। আরে ওই যে যার ভোটটা আপনার লোকজন রিগিং করে কাস্টিং করেছিল। কি দোষ ছিল তার? আপনিই তো ওনাকে ভোটের আগে কথা দিয়েছিলেন, ভোটের পরে আসুন, জিতলে আপনার সমস্যার সমাধান করে দেব। তিনি তো বুক ভরা বিশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন তাই আপনার কাছে। কিন্তু কি বললেন আপনি উল্টে, খুব তো অন্য দলের সঙ্গে মাখামাখি করছিস। রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট নিবি তো তাদের কাছে যা। আমার কাছে নিতে গেলে কাটমানি লাগবে। মাগনায় কিছু হয় না রে। যা যা এখন। বেশি বিরক্ত করিস না তো।

কি আশ্চর্য রাজনৈতিক দস্তুর বলুন তো। হতবাক হতে হয়। একই মানুষ। অথচ কত তার সঙ।

যখন দলের ঘোষিত প্রার্থী হয়ে ভোট পাখি রূপে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন জনতার কোল আলো করে তথাকথিত সেই একজোট মানুষের (?) দরবারে। তখন কি বিনয় আপনার। দাম্ভিক উচ্চ শির হঠাৎ যেন লাউ ডগার মতো নেতিয়ে পড়ে নিচের দিকে। করজোড়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে কড়া নাড়েন। কিন্তু ভোট উতরালেই হল রাতারাতি আপনি মানুষের থেকে হয়ে ওঠেন আপনার অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক দলের বাহুবলী। ভুলেই গেলেন আপনি আসলে পাবলিকের ভোটে জেতা জনতা নিবেদিত এক জনপ্রতিনিধি। আপনি ম্যাজিকের মতো পরিবর্তিত হয়ে ওঠেন আপনার পছন্দের দলের দলীয় প্রতিনিধিতে।

২০২৪ সালে ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনে দেশের সর্বমোট ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছিল ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের তহবিল থেকে। মোট ভোটদাতা ছিলেন ৯৬,৮৮,২১,৯২৬ জন। ভোট ময়দানে ৫৪৩ টি আসনে সর্বমোট ৮,৩৬০ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। ফলে প্রতি প্রার্থী পিছু গড় ১৬.১৫ কোটি টাকা নির্বাচন কমিশন খরচ করেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে ওই খরচ করা টাকার মূল উৎস কি? উত্তর একটাই, ব্রয়লার মুরগি সম দেশীয় জনগণের প্রদেশ ট্যাক্স। সেই অর্থেই ঘুর পথে নানা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য ব্যয়ভার বহণ করে নির্বাচন কমিশন। বিনিময়ে সাধারণ প্রার্থীদের জামানত বাবদ টাকা জমা দিতে হয়েছিল মাত্র ২৫ হাজার টাকা। আর জন্মসূত্রে তফশিলি জাতি ও উপজাতি প্রার্থী হলে ১২ হাজার ৫০০ টাকা। তাও আবার সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের মোট প্রদানকারী ভোটের মাত্র ১৬.৬৭%–র বেশি ভোট পেলেই জমাকৃত জামানতের অর্থ তিনি ফেরত পেয়ে যান। একটা নির্বাচন পর্বের এই চালচিত্র যদি স্যাম্পল টেস্ট হয় তবে বলতেই হয় গিভ এন্ড টেক পলিসিতে প্রার্থীরাই চূড়ান্ত লাভবান। আর জনগণ, সেতো বাধ্যতার গৌরী সেন।

তবু তবুও কি নির্লজ্জের পরিসমাপ্তি হায়। জনগণের টাকায় একদা প্রার্থী আচমকা হয়ে ওঠেন জনপ্রতিনিধি। অনেকটা সামাজিক শুঁয়োপোকা থেকে সংসদীয় প্রজাপতির রূপান্তরের অনুকরণে। তিনি জনগণের দরজায় যান ভোট কুড়োতে। গণদেবতাকে গাল ভরা বিণীত কত শত প্রতিশ্রুতিও দিয়ে আসেন। তিনি যে শুধু মানুষেরই জন্য নিবেদিত, এমন প্রচারে ছয়লাপ হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট কেন্দ্রের অলিগলি। অথচ সেই সেই সেই তিনি মানুষের আস্থার ভোটটি নিলেন, জনগণের কষ্টার্জিত টাকায় জনপ্রতিনিধি হলেন। তারপর, জিতলেন তো ঠিকই। শপথ নিয়েই বলে উঠলেন, টাটা। বাই বাই। সায়োনারা জনগণ। আমি যে আমার পার্টির কাছেই সবচেয়ে বেশি দায়বদ্ধ। দলই তো আমাকে নমিনেশন দিয়েছে। এটা ভুলি কি করে।"

কিন্তু এটা ভুলে গেলেন কি করে, আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো। জনগণের অর্থ ব্যয় হল আপনারই জন্যে। আপনি না মানুষের সেবা করবেন বলেছিলেন? আহ্! বড্ড বেশি রকমের বেয়ারা প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে না কি? আরে বাবা মাই ফুট পাবলিকের মেমোরি অলওয়েজ অনগোয়িং, এটা কি বস্ ভুলে গেল। বেশি দিন বেশি কিছু মনে রাখে না ওঁরা। তা রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট নিতে গেলে কিন্তু কাটমানিটি দিতেই হবে। কথা প্রসঙ্গে ভবি কিন্তু ভোলার নয়। নগদের বেলায় আমার মেমোরি কিন্তু খুব সাফ।

তবেই না আমি জনপ্রতিনিধি। আর আপনি সেই তিমিরেরই আম পাবলিক। কি আর করার আছে বলুন? একটা সত্যি কথা তবে কানে কানে বলি, এটা সবসময় মনে রাখবেন। ওই যে কি যেন বলে, কাজের সময় কাজী কাজ ফুরালে পাজি।'

আমি, সে ও একটি রিভিশন

শক্তি ধর

ভারতের গণতন্ত্রে ভোটার তালিকার ভূমিকা অপরিসীম। যারা ভোটের মাধ্যমে মতামত দিয়ে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে ক্রমিক নম্বর অনুসারে তাদের নাম, বাবার নাম, ঠিকানা থাকে এই তালিকায়। আর যেহেতু ভোট দেয় মানুষ এবং সেই মানুষ যেহেতু মরনশীল তাই তালিকায় নামের আসা যাওয়া চলতেই থাকে। কারণ রোজই কেউ মরে, কেউ স্থান পরিবর্তন করে। ফলে নিয়ম করে সময়ের সঙ্গে তালিকার পরিমার্জনও করতে হয়। সংবিধান অনুযায়ী দশকের পর দশক ভারতে এই কাজটাই করে চলেছে নির্বাচন কমিশন। এটাই ভারতের সংবিধানের রচয়িতারা ঠিক করে গিয়েছেন। সেই অনুযায়ী রচিত হয়েছে পিপলস্ রিপ্রেসেনটেটিভ অ্যাক্ট।

এবার একটু উল্টো দিক থেকে আসা যাক। কাদের নাম ভোটার লিস্টে থাকে না সেটা একটু দেখা যাক। যারা এদেশের নাগরিক নয় তাদের ভারতের ভোটার লিস্টে নাম থাকার কথা নয়। ১৮ বছরের নিচে বয়স হলে সে ভোটার নয়। অতএব তার নাম তালিকায় না থাকারই কথা। আবার ভোটার তালিকায় নাম তোলা যেহেতু বাধ্যতামূলক নয় তাই ভোটার তালিকায় নাম তুলতে না চাইলে তার নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না। অর্থাৎ ভোটার তালিকায় আমার যে প্রতিবেশী হবে সে নিশ্চই ১৮ বছরের বেশি বয়সের একজন জীবিত ভারতের নাগরিক। কিন্তু সেটা হচ্ছে না বলেই যত গণ্ডগোল। তবে বলে রাখা ভালো ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে সে ভারতের নাগরিক নয়। এমন কোনও বাধ্যকবাধকতা নেই। আবার যাদের ভোটার তালিকায় নাম থাকলে অথচ তিনি ভোট না দিলেও কোনও অপরাধ নয়।

ভারতে ভোটার তালিকা যতদিন আছে যে যাই বলুক সংবিধান ও আইন অনুযায়ী ততদিন তা পরিমার্জন বা রিভিশন হবেই।

বিরোধিতা যাই হোক নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানেই হবে সেই রিভিশন। যাদের ভোটার তালিকা রিভিশন সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান আছে তারা জানেন একসময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইনুমারেশন করে নাম তুলে নিয়ে আসা হত। সেই অনুযায়ী তৈরি হত ভোটার তালিকা। ভিত্তি বছর ধরা হত আগের ইনুমারেশনের বছরকে। তারপর কয়েক বছর সেই তালিকা পরিমার্জন হত ফর্ম জমার মাধ্যমে। ফের হত ইনুমারেশন। অনেকটাই নির্ভুল ছিল সেই তালিকা। এই পদ্ধতি পাল্টে যায় তালিকা কম্পিউটারাইসড হওয়ার পর। বলতে দ্বিধা নেই তালিকা কম্পিউটারে বন্দি হতেই গা ছেড়ে দেয় কমিশন। সেই ঢিলে ঢালা মনোভাবের সুযোগেই দুদশক ধরে সেই ভুয়ো ভোটারের পরিমাণ এখন বিপুল। স্বাভাবিক ভাবেই তালিকায় ঢুকতে থাকে ভুয়ো ভোটার। তালিকায় বদলাতে থাকে আমার ভোটার প্রতিবেশী। এতদিন এইভাবেই চলছিল। অভিজ্ঞ প্রশাসক জ্ঞানেশ কুমার কমিশনার হতেই পাল্টাতে চলেছে তালিকার ভবিতব্য। এখন তিনি যে রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়ছেন ঠিক এভাবেই একের পর এক বিরোধিতার হার্ডলস পার করেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষন। অনেক গালমন্দ কটাক্ষকে জয় করে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের ইতিহাসে তিনি নিজের নাম খোদাই করে গিয়েছেন। গালমন্দ করা নেতানেত্রীরা আজ অতীতের অন্তরালে। শ্রী শোষণ রয়ে গিয়েছেন মানুষের মনে।

এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না। সমস্ত নেতিবাচক বিরোধিতা উপেক্ষা করে জয় হবে গণতন্ত্রেরই। বিহারের মত সাড়া দেশেই নির্বিঘ্নে শেষ হবে এসআইআর। তবে এই রিভিশন চালিয়ে যেতে হবে নিয়ম মেনে। কোনও চাপের কাছে নতীস্বীকার করা চলবে না।

দেশ দেশান্তরে

ট্রাম্প ধাক্কা

বিশেষ প্রতিনিধি: লন্ডনের বাইরে ১৮ শতকের একটি জর্জিয়ান ম্যানর হাউসে গিয়েই জাপানি আইনপ্রণেতা রুই মাতসুকাওয়া প্রথমবারের মতো তাঁর দেশের নিরাপত্তা নিয়ে আমেরিকার অঙ্গীকার সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেন। সাবেক উপ–প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাতসুকাওয়া মার্চ মাসে ঐতিহাসিক ফোর্ডহ্যাম অ্যাবেতে একটি উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সম্মেলনে অংশ নেন। বর্তমানে একটি জাপানি মালিকানাধীন সাকে ব্রিউয়ারির ঠিকানা হয়ে ওঠা ওই এস্টেটে তিনি জানতে পারেন যে ব্রিটিশ আইনপ্রণেতা, কূটনীতিক ও ব্যবসায়ীরা তাদের চিন্তাভাবনায় একটি 'ভূমিকম্পসদৃশ পরিবর্তন' অনুভব করছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে আমেরিকার ইউরোপীয় মিত্রদের তিরস্কার করছিলেন এবং রাশিয়ার দিকে ঝুঁকছিলেন। ইউরোপ উপলব্ধি করেছে যে আমেরিকার ওপর এতটা নির্ভর করা আর সম্ভব নয়, নিজেদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আরও বেশি করে নিতে হবে।

মাতসুকাওয়ারও উপলব্ধি হয়েছিল, জাপানের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য—যে দেশে বর্তমানে মার্কিন সেনাদের সবচেয়ে বড় বিদেশি ঘাঁটি রয়েছে। তিনি বলেন, 'আপনি সত্যিই মার্কিন উপস্থিতিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিতে পারেন না।' মাতসুকাওয়া শাসক লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এলডিপি)–র প্রভাবশালী জাতীয় নিরাপত্তা নীতি পরিষদের সদস্য। তিনি সেই জাপানি নেতাদের একজন, যারা একমাত্র পারমাণবিক হামলার শিকার হওয়া দেশ হিসেবেও 'অকল্পনীয়' ভাবতে শুরু করেছেন: চীন, উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার মতো পারমাণবিক প্রতিবেশী দ্বারা পরিবেষ্টিত জাপানকেও হয়তো এসব গণবিধ্বংসী অস্ত্র মোতায়েন করতে হতে পারে।

মাতসুকাওয়া টোকিও অফিসে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ট্রাম্প খুব অপ্রত্যাশিত, হয়তো সেটাই তার শক্তি, কিন্তু আমি মনে করি আমাদের সবসময় 'প্ল্যান বি' ভেবে রাখা উচিত,'। প্ল্যান বি হয়তো স্বাধীন হওয়া, আর তারপর পারমাণবিক অস্ত্রের দিকে যাওয়া, বলে তিনি যোগ করেন। এর মানে হল আমেরিকার নিরাপত্তা নিশ্চয়তার ওপর নির্ভরতা কমানোর সম্ভাবনা। এই ট্রাম্প ধাক্কা দক্ষিণ কোরিয়াতেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যেটিও জাপানের মতো মার্কিন পারমাণবিক ছাতার নিচে সুরক্ষিত। জনমত জরিপে দেখা যায়, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রায় ৭৫% মানুষ দেশটির নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্র গড়ে তোলার পক্ষে। জুন মাসে বাম–ঘেঁষা প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং নির্বাচিত হওয়ার ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা কিছুটা কমেছে। তবে তাঁর ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভেতর থেকেও ক্রমশ স্বীকৃতি বাড়ছে যে, যদি মার্কিন নিরাপত্তা অঙ্গীকার দুর্বল হয়, তবে দ্রুত একটি কার্যকর পারমাণবিক ভাণ্ডার তৈরি করার মতো সক্ষমতা অর্জন—অর্থাৎ 'পারমাণবিক গোপন সক্ষমতা'—অপরিহার্য হতে পারে।

জাপানে নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্র বিকাশের সমর্থন তুলনামূলকভাবে কম। মাতসুকাওয়া নিজেও জোর দিয়ে বলেন, যে যুক্তরাষ্ট্র এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র এবং টোকিওকে ট্রাম্প প্রশাসনকে বোঝাতে হবে যে আমেরিকার স্বার্থেই জাপানকে রক্ষা করা এবং তাইওয়ানকে ঘিরে কোনো সংকট ঠেকানো জরুরি। কিন্তু এক ডজন জাপানি আইনপ্রণেতা, সরকারি কর্মকর্তা ও সাবেক সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানা গিয়েছে, ১৯৬৭ সালে প্রণীত জাপানের 'তিনটি অ–পারমাণবিক নীতি' যাতে বলা হয়েছে জাপান নিজ ভূখণ্ডে কোনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি, অধিকার বা সংরক্ষণ করবে না—শিথিল করার বিষয়ে ক্রমবর্ধমান ইচ্ছা তৈরি হচ্ছে। জাপানি জনগণের মধ্যেও জরিপে দেখা যাচ্ছে, পারমাণবিক অবস্থান পুনর্বিবেচনার ব্যাপারে বেশি প্রস্তুতি রয়েছে। হিরোশিমার বাসিন্দা তাতসুআকি তাকাহাশি, যার দাদু ওই শহরে পারমাণবিক হামলা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন, তিনি জানান, 'অতীতের মর্মান্তিক স্মৃতি যত দূরে সরে যাচ্ছে, এ বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাচ্ছে।'

জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় এই পরিবর্তনশীল মনোভাব—যা দশক ধরে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার আধিপত্যের মূল স্তম্ভ ছিল—মূলত মার্কিন নিরাপত্তা অঙ্গীকার নিয়ে মিত্রদের আস্থাহীনতা থেকে উদ্ভুত। বিশেষ করে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, কোনো সংঘাতে আমেরিকা আদৌ তাদের পাশে দাঁড়াবে কি না। 'আমেরিকা ফার্স্ট' প্ল্যাটফর্মে ট্রাম্পের নির্বাচনী জয় এবং ঐতিহ্যবাহী মিত্রদের প্রতি তার অবজ্ঞা এই উদ্বেগকে আরও তীব্র করেছে। ন্যাটো নিয়ে মার্কিন সমর্থনের প্রশ্নে সন্দেহ সৃষ্টি, জাপান–দক্ষিণ কোরিয়া–অস্ট্রেলিয়ার ওপর শুল্ক আরোপ এবং কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রে শোষণের প্রসঙ্গ তোলার মতো পদক্ষেপ আমেরিকার বহু পুরোনো মিত্রদের আতঙ্কিত করেছে। হোয়াইট হাউস এই মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি। তবে এক সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলেন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি মার্কিন নীতিতে 'কোনো পরিবর্তন নেই'। ট্রাম্প ও তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা বারবার এশিয়ার মিত্রদের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, সরকারের দৃষ্টিতে ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিপাক্ষিক জোটের প্রতি অঙ্গীকার অটল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের দায়িত্ব পালনে সব ধরণের সক্ষমতা, যার মধ্যে পারমাণবিক শক্তিও রয়েছে, ব্যবহার করবে—এ বিষয়ে পূর্ণ আস্থা রাখে।' দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার কয়েক দশকের পুরোনো জোট এখনও আমাদের কূটনীতির ভিত্তি এবং কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ইন্ডিয়ান অয়েল ও এয়ার ইন্ডিয়ার সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ আগস্ট ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং এয়ার ইন্ডিয়া বিমান জ্বালানি সরবরাহের জন্য একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে যা ভারতের বিমান পরিবহনে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এই সমঝোতাপত্র নিম্ন–কার্বন জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করবে, সর্বজনীন কার্বনমুক্ত জ্বালানী ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যকে পূরণ করবে এবং সুস্থায়ী বিমান পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেন ইন্ডিয়ান অয়েলের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা শৈলেশ ধর এবং এয়ার ইন্ডিয়ার গোষ্ঠি প্রাশাসনিক প্রধান পি. বালাজি। উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান অয়েলের চেয়ারম্যান এ. এস. সাহনি, এবং এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন।

ইন্ডিয়ান অয়েল ভারতের প্রথম সংস্থা, যারা পানিপথ শোধনাগারে বিমান জ্বালানি উৎপাদনের জন্য আইএসসিসি কর্সিয়া সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে। এ. এস. সাহনি বলেন, 'এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত এই সমঝোতাপত্র ভারতের সুস্থায়ী বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে এক কৌশলী পদক্ষেপ। আমাদের আইএসসিসি কর্শিয়া সার্টিফায়েড বিমান জ্বালানি ডিকার্বনাইজড বিমান পরিবহনের জন্য সুস্থায়ী জ্বালানি সমাধান দেবে।' ক্যাম্পবেল উইলসন বলেন, 'এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত এই সমঝোতাপত্রের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে, যার মধ্যে রয়েছে আইএটিএ–এর ২০৫০ সালের মধ্যে নেট জিরোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।'

এই সমঝোতাপত্রের মাধ্যমে ইন্ডিয়ান অয়েল ও এয়ার ইন্ডিয়া আন্তর্জাতিক বিমানের জন্য বিমান জ্বালানি সরবরাহে কর্শিয়া শংসাপত্র অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সক্ষম হবে। উভয় সংস্থাই নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ ও সুস্থায়ী জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিবেশগত লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উত্তরের আঙিনায়

জাতীয় বিজ্ঞান মনস্কতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস পালন করলো পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ২০ আগস্ট শিলিগুড়ির সুভাষপল্লী নেতাজি মোড় থেকে কোটমোর পর্যন্ত উক্ত সংগঠনটি বিজ্ঞানসংস্কৃতি যাত্রা করেন। অর্ণব চক্রবর্তী জানান, গেট বাজার চম্পাশাড়ি ও প্রধাননগর এলাকায় কুসংস্কার বিরোধী এক প্রদর্শনী করা হয় এদিন।

স্মারকলিপি প্রদান

জয়ন্ত চক্রবর্তী : প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত হতে চলল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারি কলেজ ভর্তির কোন প্রক্রিয়ায় শুরু হয় শুরু হয়নি। ২০ অগস্ট এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির প্রক্রিয়া চালু করার দাবিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। উক্ত সংগঠনের নেতা অঙ্কিত বলেন বেসরকারি কলেজগুলোতে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় দুস্থ পড়ুয়ারা এখনও ভর্তি হতে না পেরে মানসিকভাবে কষ্ট পাচ্ছেন এবং তারা ভাবছেন তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে এবং কিভাবে সরকারি কলেজগুলোতে ভর্তি হতে পারবে কি না!

ভেঙে পড়লো ৩০০ বছরের মিত্র বাড়ির একাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি প্রভাবে ২২ আগষ্ট রাতে জয়নগর থানার অধীন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ৩০০ বছরের প্রাচীন মিত্র জমিদার বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। এই বাড়ির বর্তমান বংশধররা হলেন শ্যামল মিত্র ও গোপাল মিত্র। এদিন রাতে ভেঙে পড়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন কাউন্সিলার সুকুমার হালদার সহ পৌরকর্মীরা এবং জয়নগর থানার আইসি পার্থসারথি পাল সহ বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর ও দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা। তাদের প্রচেষ্টায় ভেঙে পড়া বাড়ির অংশকে বিপদ মুক্ত করার পাশাপাশি বিদ্যুতের পোস্ট মেরামত করে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, বিপজ্জনক এই বাড়িটিকে ভেঙে ফেলার জন্য তিনবার পৌরসভার পক্ষ থেকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল কিন্তু বাড়ির মালিকদের সদিচ্ছা না থাকায় সেই কাজ সম্পন্ন হয়নি। এ ব্যাপারে আমরা জয়নগর ১ নম্বরের বিডিও ও বারুইপুর মহকুমা শাসককে বিস্তারিত জানিয়েছি এবং প্রশাসনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপজ্জনক বাড়িটিকে খুব শীঘ্রই ভেঙে দেওয়া হবে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে বিপাকে কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পরে বিপাকে রাজ্যের আরেক মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দেওয়া চার্জশিটে অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অনুমোদন মিলতেই আদালতে গৃহীত হয়েছে চার্জশিট। আদালতের নির্দেশ, চন্দ্রনাথ সিনহাকে ১৫ দিনের মধ্যে তলবের সমন পাঠাতে হবে। ১২ সেপ্টেম্বর চন্দ্রনাথ সিনহাকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তল ঘোষের রেজিস্টারের সূত্র ধরে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। মন্ত্রীর বাড়ি থেকে ৪১ লক্ষ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেইসময় মন্ত্রীর ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

বিদ্বানের কদর কমছে বাংলায়!

প্রথম পাতার পর

এ রাজ্যে বিদ্যালয়ের বরাদ্দ কমলেও বাড়ে ক্লাবের অনুদান। সরকার কলকারখানা স্থাপন করে ঘরে ঘরে কাজের ব্যবস্থা করতে না পারলেও দুয়ারে পৌঁছে দেয় ভাতার ডালি। এখানে শিক্ষিত কর্মীরা হকের ভাতা না গেলেও ভাতা দেওয়া হয় মৌলবি, মোয়াজ্জিম, পুরোহিতদের। এখানে প্রতিদিন বিদ্যা চর্চা কমলেও বাড়ে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। এখানে বাংলা ভাষা নিয়ে শাসক নেতা নেত্রীরা গলা ফাটালেও সরকারি কাজ হয় ইংরেজিতেই। অর্থাৎ বার্তা পরিস্কার। বিদ্বান হয়ে কাজের খোঁজ না করে স্বল্প বিদ্যায় মিলবে সরকারি আনুগত্য।

তাই এখানে শিক্ষিতদের বড় জ্বালা। তারা উচ্চশিক্ষার জন্য, কাজের জন্য হাহাকার করছে, পথে পথে শাসকের লাথি, লাঠি খাচ্ছে। আর অশিক্ষিত, কর্মহীনরা দিব্যি হয়ে উঠছে ভাতাজীবী। তাদের না আছে কোনো বিক্ষোভ, না আছে কোনো আর্তনাদ। তারা বুঝে গেছে ওসব ঝুট ঝামেলায় না গিয়ে রাজনৈতিক দাদা দিদিদের ঘনিষ্ট হতে পারলেই কেল্লা ফতে। বাংলা এগাচ্ছে হারতে চলেছেন কৌটিল্য। এই এগিয়ে বাংলায় ভবিষ্যতে বিদ্বানদের হাল কি হবে তা বলবে ভবিষ্যৎ।

এবার কাজে মন দিতে চায় এসএসসি

প্রথম পাতার পর

একেই কটাক্ষ করে আবার বিরোধীরা বলছে, এই পরীক্ষাটাও সুষ্ঠ ভাবে হবে না। কারণ যারা বারবার অযোগ্যদের পাশে থাকার বার্তা দেয় তাদের পক্ষে স্বচ্ছতার সঙ্গে পরীক্ষা পরিচালনা প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকেএই ধারনা সত্যি করে ইতিমধ্যে অযোগ্যরাও আবেদন করছে বলে অভিযোগ জমা পড়েছে আদালতে। চাকরি পেয়েও বিনা দোষে তা হারানো শিক্ষকরা পণ করেছেন তারা পরীক্ষা দেবেন না। সূত্রের খবর তারা ফের আদালতে রিভিউ পিটিশন করতে পারেন। পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছে তারা আদালত এসএসসির জবাব চেয়েছে। ফলে পরীক্ষা নেওয়াটা যে সত্যি কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে পারে তা বুঝতে পেরেছে কমিশন এবং সরকার। তাই ইতিমধ্যে জেলাশাসকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব। সেখানে নাকি ঠিক হয়েছে পরীক্ষা কেন্দ্রে নজরদারির দায়িত্বে থাকবেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেরা, পুলিশি ব্যবস্থায় নিশ্চিদ্র করা হবে প্রবেশ প্রস্থান। মনে হচ্ছে রাজ্যের একটা মেগা ইভেন্ট হতে চলেছে কলঙ্কমোচনের এই টেট পরীক্ষা।

পরীক্ষাটা যদি শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয় এবং চাকরিহারা শিক্ষকরা পরীক্ষায় বসতে বাধ্য হয় তাহলে যে প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠবে তা হল, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে অযোগ্য বলে চিহ্নিত ভুয়ো শিক্ষকদের মাইনের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করা হচ্ছে না? কেন বরখাস্তের চিঠি এখনও তাদের ধরানো হচ্ছে না? বিচারের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এই প্রশ্ন কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারছে না সরকার ও আদালত। অযোগ্যদের ঝুলিয়ে রেখে পরীক্ষাটা কোনোরকমে শেষ করা টাই পরবর্তী কাল হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে শিক্ষামহল। এই টালবাহানায় আসল বঞ্চিত হচ্ছে পড়ুয়ারা যাদের জীবনের সময় বয়ে যাচ্ছে শিল্পহীনতায়।

সাইবার ক্রাইম ও তার প্রতিকার

সাইবার ক্রাইমে জেরবার ভারতের সাধারণ মানুষ। দেশে এতো আইন থাকতে কীভাবে এই প্রতারক, জালিয়াতদের পক্ষে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে? এর কারণ কি ভুক্তভুগিদের অজ্ঞতা, পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি ভারতের বিচার ব্যবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষের সচেতনতার স্বার্থে আলিপুরবার্তা সম্পাদকের অনুরোধে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য বহুদিন পরে আবার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও নানা সূত্রে পাওয়া তথ্য নিয়ে পাঠকদের জন্য কলম ধরলেন।

প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায়

১) পুলিশ, সি বি আই, নারকোটিক্স, আরবিআই, আয়কর বিভাগ এই রকম অন্য যে কোনো বিভাগ বা ইউনিট থেকে ফোন বা হোয়াটস্যাপে কোনো এসএমএস এলে ভয় না পেয়ে একদম সাড়া দেবেন না। মনে রাখতে হবে এই সব আসল সংস্থাগুলো থেকে বা এজেন্সী কখনো আধার কার্ড, ওটিপি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর যেমন চায় না তেমনি হুমকিও দেয় না।

২) কোনো ফোন বা এসএমএস থেকে আপনার আধার নম্বর, ব্যাংকের বিবরণ বা পাসওয়ার্ড বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চাইলে একদম ভয় না পেয়ে একদম দেবেন না দিলেই সর্বনাশ।

৩) যদি কোনো ভিডিও বা কোনো কল আসে পুলিশ তদন্তে দরকারে রেকর্ডিং এবং স্ক্রিনশট নিতে হবে।

৪) যে নম্বর থেকে ফোন আসবে সন্দেহ হলেই ব্লক করে পুলিশকে জানাতে হবে, বা যদি বলতেই হয় বলবেন, আপনার অফিস ঠিকানা দিন আমি সেখানে পুলিশের সাহায্য নিয়ে দেখা করে আপনাকে সব তথ্য দেব। দেখবেন ফোন ছেড়ে দেবে। মোবাইলে অতি অবশ্যই ট্রু কলার ইনস্টল করুন, কোনো ফোন এলেই জানা যাবে সেই ফোন কোথাকার, স্টেটের বাইরে বা অপরিচিত হলেই সাবধান হবেন। দেখবেন স্প্যাম, বিসনেস,ইউপি, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি লেখা থাকবে। প্রয়োজনে ফোনটি ডিসকানেক্ট করে রিং ব্যাক করলে দেখবেন প্রায় সব সময় হয় ব্যস্ত নয়তো বলবে এই নম্বরের কোনও অস্তিত্ব নেই। ব্যাস! তখনই সাবধান হয়ে আপনার নিকটবর্তী থানা বা সাইবার ক্রাইম ইউনিটে প্রয়োজনে জানাতে পারেন, তবে এগুলো এভোয়েড করাই ভালো।

৫) কখনো আপনার অজ্ঞতা বা অতি লোভের জন্য জালিয়াতেরা টাকা হাতিয়ে নিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব(৪৮ ঘন্টার মধ্যে) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে সাময়িকভাবে আপনার অ্যাকাউন্টগুলি ব্লক করে দেবেন (আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও ব্যাংকের আপদকালীন নম্বরগুলো নোট করে রাখা উচিৎ) এবং লিখিত অভিযোগও জানাতে হবে। উল্লেখ থাকে যে এইসব ঘটনায় ব্যাংকের কোনো গাফিলতি থাকলে সেই ব্যাংক আপনাকে টাকা দিতে বাধ্য কিন্তু আপনার অজ্ঞতা বা লোভের জন্য আপনি দায়ি হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দায়ি হবে না।

৬)হোয়াটস্যাপ, টেলিগ্রামে এসএমএস পাঠিয়ে বাড়িতে বসেই লোভনীয় কাজের অফার দেওয়া, অনলাইনে কিছু লিংক পাঠানো, ২৫/৩৫% সুদের নতুন প্রতিশ্রুতি এইসব জালিয়াতিদের পাতা ফাঁদে একদম সাড়া দেবেন না। মনে রাখবেন এই ভাবে হোয়াটস্যাপের মাধ্যমে কোনো বিনিয়োগ বা চাকরির কথা কোনো প্রতিষ্ঠিত সংস্থা কখনো বলে না। যদি টাকা রাখতেই হয় শুধুমাত্র ব্যাংক, পোস্ট অফিস বা আরবিআই স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানেই রাখুন। এখন অন লাইনে অনেক অ্যাপের মাধ্যমে ইনস্ট্যান্ট লোনের কথা বলে নানা রকম বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরণের অ্যাপগুলো আপনার স্মার্ট ফোনে বা ল্যাপটপে ডাউনলোড লোড না করাই ভালো। প্রয়োজনে সেই অ্যাপ বা বিজ্ঞাপন সংস্থা সম্মন্ধে জানতে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখে নিন।

৭) হঠাৎ করে কোনো অচেনা অজানা হোয়াটস্যাপ বা টেলিগ্রাম গ্রুপে কেউ আপনাকে যুক্ত করলে দ্রুত সেই গ্রুপ পরিত্যাগ করুন।

৮) অনেক ক্ষেত্রে নানা অ্যাপের মাধ্যমে ফিঙ্গার প্রিন্ট, আধারকার্ড, প্যান কার্ড নম্বরের মতো আপনার ব্যক্তিগত তথ্য হাতানো হতে পারে, যার মাধ্যমে দূর থেকে আপনার গ্যাজেট দখল করে আপনার আর্থিক ক্ষতি করতে পারে। ভালো করে দেখুন আপনি কোনো রিমোট অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন কিনা।

৯) এটিএম থেকে টাকা উইথড্র করতে গেলে প্রথমে লগ ইন করে টাকা তুলেই লগ আউট করুন। কি করে করবেন জানতে গুগলে ইউআইডিএআই বা এম আধার–এ ক্লিক করলেই সব নিয়ম জানা যায়। আর্থিক কোনো ক্ষতি বা হুমকির কোনো ফোন, এসএমএস এলে বা সেই রকম কোনো সমস্যা হলেই ১৯৩০ নম্বরে (ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম হেল্প লাইন) ফোন করে জানান। কখনো ওটিপি কাউকে জানাবেন না। সোজা কথা আধারের মাধ্যমে অর্থ প্রদান না জেনে এটিএম ব্যবহার করা উচিৎ নয়। মনে রাখবেন বায়োমেট্রিক আধার ও আধার এই দুটি এক না হলে আপনার টাকা কেউ জালিয়াতি করে তুলতেই পারবে না।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর ব্লকে চম্পাহাটি রেলগেটের রাস্তার হাল খুবই বিপদজ্জনক। তার উপর রাস্তার দুদিকে খোলা নালা থাকায় অল্প বৃষ্টিতেই উপচে পরে জল। গর্তে ভর্তি রাস্তা দিয়ে পথ চলতি মানুষ, রেল যাত্রী, স্কুল পড়ুয়া যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হয়, এছাড়াও ছোট গাড়ি, সাইকেল, বাইক, রিক্সা চালানো এমনিতে খুবই কষ্টকর। তার মধ্যে বৃষ্টি হলে চলাচল কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ঘেঁটে যাবার আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

এখন দেখার এসএসসি সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির কথার মূল্য রাখে কিনা। তবে অন্য কিছু সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, রাজ্য সরকার বা এসএসসি এই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াকেও ঘেঁটে 'ঘ' করে দিতে চাইছে। যদি অযোগ্য বা দাগি প্রার্থীরাও এই নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তাহলে আবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা হতে পারে কিংবা সুপ্রিম কোর্ট নিজে থেকেই এই পরীক্ষাকে স্থগিত করে দিতে পারে। তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারবে রাজ্য সরকার বা এসএসসি। তখন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তোপ দাগা হবে সুপ্রিম কোর্টকে বকলমে বিজেপি বা বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরকে। বলা হবে, আমরা চাইছিলাম নতুন নিয়োগ করা হোক কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বা বিরোধী রাজনৈতিক দলেরা বাগড়া দিয়ে আবার মামলা করেছে। এর ফলে নতুন নিয়োগ না হওয়ার ফলে রাজ্য সরকারের কোষাগর সুরক্ষিত থাকল এবং অযোগ্য প্রার্থীরাও বলতে পারবেনা যে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে কারণ তারা তো তলে তলে কাউকে না কাউকে টাকার বিনিময় চাকরি জোগাড় করেছিল। সকলকে শান্ত করা যাবে কোন রকমে ২৬ এর বিধানসভা বৈতরণী পার করা যাবে। এমনিতেই রাজ্য সরকারের কোষাগারের অবস্থা বেহাল। তার উপরে প্রতিটি দুর্গাপূজা কমিটিকে ১ লক্ষ ১০ হাজার করে দিতে হবে। সেই সঙ্গে ভোটের আগে চমক দিতে রাজ্য সরকার প্রতিটি বুথে বুথে ১০ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেবে বুথের সংস্কার বা উন্নয়নের জন্য। জানা যাচ্ছে, প্রায় ৮০ হাজার বুথ আছে। এই অবস্থায় নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া যদি ঘেঁটে 'ঘ' হয়ে যায়, বকলমে সুবিধায় হবে রাজ্য সরকারের। এখন দেখার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি রাজ্য সরকারের এই অপদার্থতার ব্যাপারে কতটা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার স্বাধীনতা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালিত হল ভারতবর্ষের ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস। ভারত সরকারের অন্যতম প্রকল্প 'হর ঘর তিরঙ্গা' শীর্ষক অনুষ্ঠান পালিত হল এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার প্রবীণ সদস্য দেবব্রত মজুমদার। স্বাধীনতা দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য আলোকপাত করেন সংস্থার সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বাগতা সরকার এবং মেঠো পথের শিল্পীবৃন্দ ইন্দ্রজিৎ নট্ট, মিতা নট্ট, লব বিশ্বাস, চন্দনা বিশ্বাস, মীনাক্ষী দাস, বাসুদেব দাস, মানিক চক্রবর্তী, অশ্রুকণা খাসকেল, জীবন বিশ্বাস, ঝুনু গুড়িয়া। দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে ঈপ্সিতা নট্ট, এবং দেশাত্মবোধক আবৃত্ত করে শিশু শিল্পী আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য্য।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য বলেন, আগামী প্রজন্মের কাছে দেশাত্মবোধ তুলে ধরতে ও দেশ মাতৃকাকে সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন। 'হর ঘর তিরঙ্গা' এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার সকল সহযোগী সহযোদ্ধা সদস্যরা হলেন ঋতুপর্ণা মুখার্জি, দেবব্রত মজুমদার, পবিত্র সরকার, গৌতম চক্রবর্তী, অঞ্জলি মৃধা, সৃজিতা রক্ষিত, শ্রাবন্তিকা ঘোষ, প্রিয়া দাস, দিয়া মিস্ত্রি, সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য।

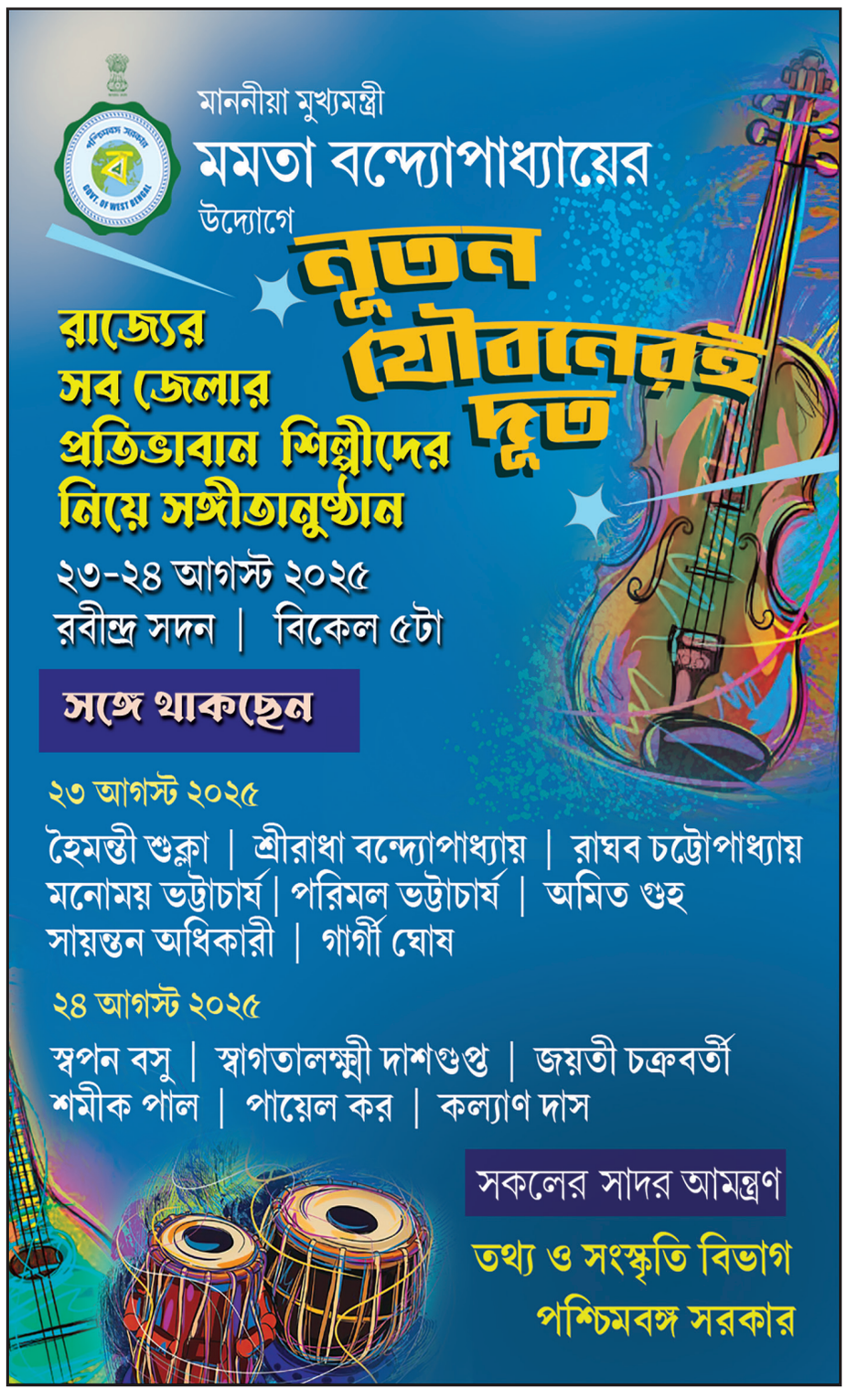

দূরসঞ্চার বিভাগের নাগরিকমুখী উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দূরসঞ্চার বিভাগ (DoT), যোগাযোগ মন্ত্রক, সঞ্চার সাথী পোর্টাল–এর আওতায় একাধিক নাগরিকমুখী সুবিধা চালু করেছে, যার উদ্দেশ্য টেলিকম ব্যবহারকারীদের প্রতারণা, সাইবার অপরাধ ও মোবাইল সংযোগের অপব্যবহার থেকে সুরক্ষা প্রদান করা। এই উদ্যোগগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে, আজ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ এলএসএ–র বিশেষ মহানির্দেশক (দূরসঞ্চার) দপ্তরের উদ্যোগে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এলএসএ–র বিশেষ নির্দেশক (দূরসঞ্চার), প্রদীপ গুপ্ত বলেন "মোবাইল নেটওয়ার্কের দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ব্যবহারকারীদের প্রতারণা ও অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা আমাদের মূল লক্ষ্য।" তিনি আরও জানান, নতুন সুবিধাগুলি নাগরিকদের ডিজিটাল নিরাপত্তা জোরদার করতে ও টেলিকম সম্পদের কার্যকর ব্যবহারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম করবে।

অন্যান্য বক্তারা জানান, দূরসঞ্চার বিভাগ ইতিমধ্যেই ৪.৫ লক্ষ মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্লক করেছে, ৪.২ কোটি মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে এবং ১৯ লক্ষ হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছে। এছাড়া, ৭৪,০০০ সিম বিক্রেতাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং ২০ লক্ষের বেশি হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল হ্যান্ডসেট দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা এলএসএ–তেই ১,৬২,৭৪১টি হ্যান্ডসেট ব্লক, ৮৬,৩৯৭টি হ্যান্ডসেট সনাক্ত এবং ১৭,২৭৪টি ডিভাইস উদ্ধার করে প্রকৃত ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সঞ্চার সাথীর মূল সুবিধাসমূহ

চক্ষু: সন্দেহজনক বা অনাকাঙ্ক্ষিত কল, এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা, যেমন প্রতারণামূলক গ্রাহক সেবা, ভুয়ো চাকরি/লটারির অফার, কে ওয়াই সি/ঋণ প্রতারণা বা পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করার হুমকি, নাগরিকরা সরাসরি রিপোর্ট করতে পারবেন।

হারানো/চুরি হওয়া মোবাইল ব্লক করুন: নাগরিকরা তাদের হারানো বা চুরি হওয়া মোবাইল ডিভাইস সব টেলিকম নেটওয়ার্ক থেকে ব্লক করতে পারবেন। ব্লক করা ফোন ব্যবহৃত হলে সেটি খুঁজে বের করা যাবে, ফলে অপব্যবহার রোধ হবে।

আপনার নামে কতগুলি সংযোগ আছে জানুন: গ্রাহকরা তাদের নামে জারি হওয়া সমস্ত মোবাইল সংযোগ দেখতে এবং অনুমোদনহীন বা অপ্রয়োজনীয় সংযোগ রিপোর্ট করতে পারবেন।

হ্যান্ডসেটের যথার্ততা যাচাই (KYM): মোবাইলের IMEI নম্বর ব্যবহার করে (পোর্টাল, অ্যাপ অথবা SMS– KYM <15-digit IMEI> to 14422) মোবাইলের যথার্ততা যাচাই করা যাবে।

RICWIN: ভারতীয় নম্বর (+91) ব্যবহার করে আসা আন্তর্জাতিক কল রিপোর্ট করার সুবিধা, যা বেআইনি টেলিকম গেটওয়ে সনাক্ত ও নির্মূল করতে সাহায্য করবে।

সাইবার অপরাধ সচেতনতা: সাইবার অপরাধ বলতে ডিজিটাল ডিভাইস, নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে সংঘটিত বেআইনি কার্যকলাপকে বোঝায়। এর মধ্যে ফিশিং, পরিচয় চুরি, ইউপিআই জালিয়াতি, অনলাইন হয়রানি ও ডেটা চুরি অন্তর্ভুক্ত, যা শুধু আর্থিক ক্ষতিই নয়, মানসিক চাপ, সুনামহানি ও জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করে। দূরসঞ্চার বিভাগ সঞ্চার সাথী পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, সচেতনতার প্রসার ও রিপোর্টিং ব্যবস্থার সুযোগ দিয়ে নাগরিকদের ক্ষমতায়িত করার পাশাপাশি দেশব্যাপী একটি নিরাপদ ও সুস্থায়ী ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

কংক্রিটের রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার যেসব রাস্তায় সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে যায়, এবার থেকে সেই সব রাস্তা বিটুমিনের বদলে কংক্রিটের ব্লক দিয়ে তৈরি করা হবে। এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, বিটুমিনের পরিবর্তে কংক্রিটের ব্লকের রাস্তা তৈরিতে খরচ খুব একটা বাড়ছে না। তবে রাস্তার আয়ু অনেক গুণ বাড়ছে। বিটুমিন দিয়ে রাস্তা তৈরিতে যেখানে প্রতি বর্গমিটারে খরচ পড়ে ১,২০০ টাকা। সেখানে কংক্রিটের ব্লক বসিয়ে রাস্তা করলে প্রতি বর্গমিটারে খরচ ৩০০ টাকা বেড়ে হয় সর্বাধিক ১,৫০০ টাকা। এতে রাস্তাগুলি কয়েকগুণ বেশি টেকসই হচ্ছে। বিটুমিন জল সহ্য করতে পারে না। বড়ো ফোঁটার টানা বৃষ্টিতে রাস্তার পিচ উঠে যায়। উল্টো দিকে, কংক্রিট ব্লক টেকসই এবং এই ব্লকের রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ করাও সহজসরল। কোনও ব্লক খারাপ হলে তা সহজেই বদলে কাজ চলে যায়। গোটা রাস্তা ভাঙার প্রয়োজন হয় না। সে কারণেই এই নয়া সিদ্ধান্ত।

পথকুকুরদের চিকিৎসায় বেলগাছিয়া পশু হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার 'ভেটেরিন্যারি সার্ভিসে'র কী কী ব্যবস্থা আছে? কোনও পথকুকুর বা পশুপাখি অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে কলকাতা পৌরসংস্থার কী কোনও ব্যবস্থা আছে? পশুপাখিদের চিকিৎসার কলকাতা পৌরসংস্থার যেন 'ট্রমা কেয়ার সেন্টার করার কথা ছিল, সেটা কী অবস্থায় আছে? অসুস্থ পথকুকুরদের রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসংস্থা কী কোনও ব্যবস্থা নিতে পারে? এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার ভেটেরিন্যারি সার্ভিসটা কেন্দ্রীয় সরকারের আইনানুযায়ী এবং রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবিসি(অ্যানিমেল বার্থ কন্ট্রোল)

প্রোগ্রামে কোনও পথকুকুরদের নির্জীবকরণের এবং জলাতঙ্কের টিকাকরণের ব্যবস্থা থাপা ডক পাউন্ডে আছে। এই প্রোগ্রামে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিদের সহায়তায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে পথকুকুরদের জলাতঙ্কের টিকা দেওয়ার ক্যাম্প করা হয় এবং পথকুকুরদের থাপা ডক পাউন্ডে নিয়ে এসে নির্জীবকরণ করে, তাকে আবার পুরোনো জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়। আর কলকাতা পৌর এলাকার পথকুকুর বা পশুপাখিদের চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালিত বেলগাছিয়ার পশু হাসপাতালে আসতে পারেন। আর যেহেতু কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব পশু হাসপাতাল নেই। স্বভাবতই ট্রমা কেয়ার হাসপাতাল তৈরি করা সম্ভব নয়।

নেই ডিজিটাল মানচিত্র, সার্ভের কাজে ব্যাঘাত

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থার সংযোজিত এলাকার ১০১–১৪১ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘ ৪০ বছর পরও এই ৪১টি ওয়ার্ডে জমির সার্ভের কাজ আজও মান্ধাতা আমলের মৌজার মানচিত্র নির্ভর। ১৯৮৫–২০২৫ দীর্ঘ ৪০ বছরের বেশি সময় পরেও কোনও ডিজিটাল বা স্মার্ট মানচিত্র তৈরি হয়নি। ফলে এই অঞ্চলের ক্ষেত্রে সার্ভে দপ্তরের ছাড়পত্র পেতে দেরি হওয়ায় নতুন বিল্ডিংয়ের নকশা অনুমোদনে দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে। ফলে কাজে ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তর মহানগরের কমবেশি ১৩০টি ওয়ার্ডের নিকাশি পাইপের স্মার্ট বা ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি রয়েছে। এতে করে নিকাশি দপ্তরের পাইপগুলি মাটির তলায় কোন কোন জায়গা দিয়ে মাটির কতটা তলা দিয়ে গিয়েছে। তার সবটা জানা যাচ্ছে। এতে নিকাশির কাজের সুবিধাও হচ্ছে। এখন জল সরবরাহ দপ্তর গোটা কলকাতা পৌর এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের পাইপগুলি মাটির তলায় কোন কোন জায়গা দিয়ে গিয়েছে, কতটা তলা দিয়ে গিয়েছে, তার ডিজিটাল স্মার্ট মানচিত্র তৈরির কাজ করছে। কলকাতা পৌরসংস্থার বরো নম্বর ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫ ও ১৬–এর মোট ৬৫টি ওয়ার্ডের জল সরবরাহ দপ্তরের ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ড্রয়িং তৈরি হয়ে গিয়েছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার সার্ভে দপ্তরের হাতে সংযোজিত এলাকায় স্মার্ট মানচিত্র নেই। এলবিএসরা(লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ারস) জানাচ্ছে, কলকাতার পূর্ব সীমান্ত ও দক্ষিণ সীমান্তের অনেক ওয়ার্ড গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সঙ্গে যুক্ত। ফলে সীমান্তবর্তী কোনও জমি, নিকাশি নালা, জলাশয়, রাস্তার কোনটা পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ছে বা কোনটা কলকাতা পৌরসংস্থার মধ্যে পড়ছে, তা নিয়ে দীর্ঘ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার মৌজা মানচিত্র অনুযায়ী জলাশয়, শালি জমি বা বাস্তু জমি চিহ্নিত করা ভীষণ রকম কঠিন কাজ। ফলে কলকাতা পৌরসংস্থার ১০৮, ১০৯, ১১০–১১৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৪২–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে সার্ভের কাজে এই সমস্যা দুর করতে ডিজিটাল বা স্মার্ট মানচিত্র অত্যন্ত জরুরি। আর দীর্ঘ ৪০–৪১ বছরে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল না কেন?

শারদোৎসবের পর নিকাশিনালার নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার সংযোজিত এলাকার ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা নির্মাণ, নিকাশি পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ ও রাস্তা মেরামতের দরপত্র দেওয়া হয়েছে। ১১ আগস্ট এজিসি বোস রোডের মল্লিক বাজারস্থিত

উন্নয়ন ভবনে(বিজনেস টাওয়ার) 'কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন বিনিয়োগ প্রকল্পের(কেইআইআইপি) তৃতীয় পর্যায়ের কাজের আনুষ্ঠানিক রূপরেখা ঠিক করে একথা জানান মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের(এডিবি) ঋণের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা পৌরসংস্থার আর্থিক সহায়তায় নিকাশির সামগ্রিক কাজ সম্পূর্ণ করতে ৭ বছর সময় লাগবে। কলকাতা পৌরসংস্থার পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস লাগোয়া ১০৮ ও ১০৯, বেহালার সরশুনা এলাকার ১২৭ এবং ঠাকুরপুকুর জোকার মহাত্মা গান্ধী রোড(এম জি রোড) লাগোয়া ১৪২ ও ১৪৩ নম্বর এই ৫টি ওয়ার্ডের নিকাশির আমূল সংস্কারের কাজ সামনের শারদোৎসবের শেষে ২৭ অক্টোবর ছট পুজোর পরপরই শুরু হবে। ফলে এই পাঁচ ওয়ার্ডের খোলা নিকাশি নালা বন্ধ করা হবে। আসলে মেট্রোপলিটন শহরে খোলা নিকাশি নালা থাকাটাই বেমানান। এদিকে 'ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুন্যালে'র(এনজিটি) নির্দেশ মেনে ভূগর্ভস্থ নিকাশির অপরিস্রুত ময়লা জলকে পরিস্রুত করতে সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট(এসটিপি) তৈরি করা হবে।

সিল করা হবে তিনটি বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার ভবানীপুরের জগুবাবু এবং কালীঘাটের কালীঘাট ও বাস্তুহারা বাজার তিনটিকে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। এবিষয়ে ওই তিন বাজার কর্তৃপক্ষকে নোটিশ জারি করা হয়েছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে যথাযথ উত্তর না মিললে বাজার তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পৌর এলাকার কলকাতা পৌরসংস্থা নিয়ন্ত্রিত আরও ৫২টি বাজারের পরিকাঠামোগত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার কাজ জারি রয়েছে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, জগুবাবু বাজার, কালীঘাট বাজার ও বাস্তুহারা বাজার, এই তিনটি বাজারে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বিপজ্জনক

বাজার হওয়ায়। মালিকানা নিয়ে জগুবাজারে একটা গন্ডগোল দীর্ঘদিন ধরে চলছে। কালীঘাট বাজারকে কলকাতা পৌরসংস্থার বাজার দপ্তর থেকে ব্যক্তিগত মালিকদের নোটিশ দিয়েছে। বাড়িটির অবস্থা খারাপ। বাস্তুহারা বাজারের নবরূপদানের একটা প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে। যদি এই তিন বাজারের মালিকরা কোনওরকম সাড়াশব্দ না করে তবে এই বাজারে আসা ক্রেতাদের রক্ষা করতে বাজারগুলি সিল করে দেওয়া হবে। আর কলকাতা পৌরসংস্থা পরিচালিত ৫২ বাজারসহ আরও কলকাতা পৌর এলাকায় থাকা সাড়ে ৩০০টি ব্যক্তিগত ছোটো বাজারের বাড়ি বা ভবনগুলির স্বাস্থ্য পরিকাঠামো পর্যালোচনা করা হবে। খিদিরপুরের অরফ্যানগঞ্জ বাজারের অগ্নিকাণ্ডের পরপরই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ওয়ার্ড ২২ কী জনপ্রকল্প থেকে বঞ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি প্রাক্তন উপমহানাগরিক মীনাদেবী পুরোহিতের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের 'দুয়ারে সরকার' জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির যে ক্যাম্প বসে, তাতে গতবছর ধরে আমার ওয়ার্ডের বাসিন্দারা বিবিধ কমবেশি ১৭টি প্রকল্পের 'ফর্ম ফিলাপ করছে, অথচ তাঁরা কোনওরকম পরিষেবা দিতে পারেনি। ২২ নম্বর ওয়ার্ডটি আমার ওয়ার্ড বলেই কী স্থানীয় বাসিন্দারা কোনও সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? এ সমস্যার প্রতিকার কীভাবে হবে? এবিষয়ে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই ধরনের কোনও কথা নয়। বর্তমানে রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকারের যে কর্মসূচি তাতে যত রকম সামাজিক প্রকল্প আছে, এগুলোতে সমস্ত কিন্তু আমরা কোনওরকম দল, রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, ধর্মীয়ভাবে বা ভাষারভিত্তিতে বলুন এরকম কোনও পার্থক্য করা হয় না। নবম দুয়ারে সরকারের কাজের প্রসেসিং জারি রয়েছে, যখন সব ওয়ার্ডে পরিষেবা প্রদান করা হবে, তখন একই সময় আপনার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকদেরও দুয়ারে সরকারের পরিষেবা প্রদান করা হবে এবং আপনার ৪ নম্বর বরোর ২২ নম্বর ওয়ার্ডে সমাজকল্যাণ দপ্তরের যে চিফ ম্যানেজার বা ম্যানেজার আছে তার কাছে গেলে সমস্ত কিছু জানতে পারবেন।

ধাপার জল বৃদ্ধি হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'জয়হিন্দ' জলপ্রকল্প অর্থাৎ ধাপা জলপ্রকল্প থেকে বর্তমানে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। তবে আগামী জানুয়ারি থেকে দৈনিক অতিরিক্ত আরও ২০ মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। ১২ আগস্ট জয়হিন্দ(ধাপা) জলপ্রকল্পের অতিরিক্ত জমিতে নয়া জলাধারের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ইঞ্জিনিয়ারদের উন্নত আধুনিক কারিগরি কৌশল ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। এই জলপ্রকল্পের জন্য অপরিস্রুত জল উত্তর কলকাতাস্থিত বাগবাজারের হুগলি নদীর মায়ের ঘাট(পূর্ব পরিচিত বিচালি ঘাট) থেকে ধাপায় আনা হচ্ছে। প্রায় ১০.৪ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে ধাপায় হুগলি নদীর জল আনা হচ্ছে। অতিরিক্ত ২০ মিলিয়ন গ্যালন জলের জন্য অতিরিক্ত আরও একটি পাইপলাইন পাতার কাজও সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মহানাগরিক জানান, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে দৈনিক মোট ৩০ + ২০ = ৫০ মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত জল উৎপাদন করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে স্থানীয় অঞ্চলের বাড়িবাড়ি সরবরাহ করা হবে। এতে পূর্ব কলকাতার তোপসিয়া থেকে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের দুই পাশের ১০৮ ও ১০৯ ওয়ার্ডের মতো একাধিক ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলসহ টালিগঞ্জের বাসিন্দাদের পরিস্রুত পানীয় জল সমস্যা অনেকটা কমবে। এদিকে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া ঢালাই ব্রিজের কাছে গড়িয়া স্টেশন রোড ও বৃজি'র সংযোগস্থলে আরও একটি দৈনিক ১০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন জলোৎপাদন প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলছে। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, ধাপা ও গড়িয়া এই দুই জলোৎপাদন প্রকল্পের কাজ আগামী ডিসেম্বরের মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই দুই জলোৎপাদন প্রকল্পের নেটওয়ার্ক গঠনে বিভিন্ন বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরুরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

পৌরসংস্থার কেনেলে ভিজিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৌরসংস্থার লাইসেন্স দপ্তরে কলকাতা পৌর এলাকার প্রায় ১৯ হাজার পোষ্যের নাম ঠিকানা নথিভুক্ত আছে। কলকাতা পৌরসংস্থার পশু

চিকিৎসক দল এবার ওই নির্দিষ্ট ঠিকানায় অপ্রত্যাশিত পরিদর্শনে যাবেন। আর কোনও 'কেনেলে'র (পশু আশ্রয়কেন্দ্র) কুকুর–বিড়াল–পাখি'র শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে, কেনেলে'র পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হলে কেনেলে'র বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকি বাতিল হতে পারে কেনেলে'র ট্রেড লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর। বেহালা পশ্চিমের ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সাগর মান্না রোডে একটি ক্যান্যালে ১৫–১৬টি কুকুর–বিড়ালের মৃত্যুর পর কলকাতা পৌরসংস্থা নড়েচড়ে বসেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা.রণিতা সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, '২০ আগস্ট ভেটেরিন্যারি (পশুচিকিৎসা–সম্বন্ধীয়) চিকিৎসকরা মাস দু'য়েক আগে খোলা ওই পশু আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। ওই পশু আশ্রয়কেন্দ্রের মালিককে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ১৮ আগস্ট সোমবার রাতে কেন একসঙ্গে এতো গুলি প্রাণী মারা গেল জানতে চাওয়া হবে। স্থানীয় ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্র জানিয়েছেন, 'নতুন গড়ে ওঠা এই কেন্দ্রে খান ১৬টি কুকুর–বিড়াল ছিল। তাদের ওখান থেকে উদ্ধার করে, কয়েকটি এনজিও"র সহায়তায় তাদের খাওয়াদাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সঞ্চিতা মিত্র এও জানান, আমার ১৩২ নম্বর ওয়ার্ড ছাড়াও পাশের ১৩১ ও ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডেও পশু আশ্রয়কেন্দ্র খুলেছে ওই ব্যক্তিরা। তিনটি কেন্দ্রকেই আপাতত 'সিল করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, কিছুদিন যাবৎ ওই পশু আশ্রয়কেন্দ্র থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল।

বার্তা

আত্মপ্রকাশ : অন্নদামুন্সি নামাঙ্কিত দেশলোক পত্রিকার ওয়েব পোর্টালের আত্মপ্রকাশ ঘটলো ১৫ আগষ্ট নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি তথা অ্যাডভোকেট কল্লোল গুহ ঠাকুরতা। সংস্থা ও দেশলোক পত্রিকার সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, নেতাজী বিশেষজ্ঞ তথা আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরি, কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ড. দীপক কুমার বড়পণ্ডা সহ অন্যান্যরা।

ছবি : সুমন সরদার

প্রদর্শনী : ১৯ আগষ্ট বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবসে আইলিড কলেজে ১৫০টি স্কুল ও ৪০টি কলেজর পড়ুয়াদের ছবি নিয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয় ছবি তোলা শুধু ভালোবাসা নয়, একটি পেশাও। এদিন এক আলোচনা সভার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ক ছবি নিয়ে আলোচনা করেন লোপামুদ্রা তালুকদার, সৌম্য শঙ্কর ঘোষাল, পুনিত সাবনানি সহ অন্যান্যরা।

কর আদায়: কর আদায়ের জন্য এবং কর স্বরলিকরনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত চার্টার্ড একাউন্টেটদের। সরকারের কাছে করদাতাদের চাওয়া পাওয়া এবং যারা কর আদায়ের জন্য বদ্ধপরিকর তাদের সুযোগ সুবিধা সরকারের কাছে তুলে ধরতে এবং কিভাবে সুষ্ঠু কর আদায় পরিচালন করা যায় তা তুলে ধরতে সাহায্য করে ডাইরেক্ট ট্যাক্স প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতা প্রেসক্লাবে সংগঠনের সভাপতি চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বরখা আগারওয়াল জানালেন এই সব বিষয় নিয়ে তারা এক আলোচনা সভারও আয়োজন করেছে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংস্থার জনসংযোগ মুখ্য আধিকারিক এডভোকেট নারায়ণ জইন সহ অন্যান্যরা।

ছবি : প্রীতম দাস

জয় তারা: কৌশিকী অমাবস্যার হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুরে শিবরামপুর (শিবের এঁটে)মহা শ্মশানে মহা ধুমধামে পালিত হয় তারা মায়ের পুজো। দূর দুরান্ত থেকে বহু ভক্ত সমাবেশ ঘটে এই পুজোয়। সারা রাত ধরে চলে হোমযজ্ঞ ও পূজাপাঠ। এই পুজোর বিশেষ আকর্ষণ হল অন্নকূট বা নরনারায়ন সেবা। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে নস্করপুর শিবের এঁটে শ্মশান তারাভক্তি সংঘ। তারা মায়ের এই পুজো ও অন্নকূট উৎসব ঘিরে এলাকার মানুষের ও সমস্ত ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

যাওয়া আসার পথে পথে

দুঃখ দুর্দশা নিয়ে 'রানার' এখনও ছুটে চলেছে রাতের শহরে

প্রিয়ম গুহ : রাত দশটা বেজে গিয়েছে খিদিরপুরের হরিসভা এলাকা থেকে ফিরছি। গার্ডেনরিচ ফ্লাইওভারের আগের সিগন্যালটায় দাঁড়িয়ে পাশের এক বাইক আরোহীকে জিজ্ঞাসা করলাম সোজা গেলেই কি চেতলার রাস্তা ধরা যাবে উনি উত্তরে বললেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন। সিগন্যাল ছাড়তেই ফ্লাইওভারের রাস্তা ধরলেন। সঙ্গে আমিও, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা এই ফ্লাইওভারটা দশটার পর বন্ধ হয়ে যায় না উনি বললেন মাঝেমধ্যে হয় আর কোন উৎসব থাকলে হয় এখানে দিদির ভাইয়েরা বাইক নিয়ে দাপিয়ে বেড়ায় তাই উৎসবগুলোতে বন্ধ রাখে। তিনি বলে চলেছেন, দিদির ভাই আরো একজন আছে সেটা কে বলুন তো? আমি বললাম ঠিক বুঝতে পারছি না, কে বলুন তো? উত্তর: আরে পুলিশ, আমাদের ওপর খুব অত্যাচার করে। যখন তখন কেস দিয়ে দিচ্ছে আমার গাড়িতে কত হাজার টাকার যে কেস জমা পড়েছে তার ধারণা নেই। কাউকে না পেলে আমাদের কেস দিয়ে দেয়। অথচ জানেন কোভিডের সময় কত সাহায্য করেছি খাবার এনে দিয়েছি ওই পুলিশদের। আমাদের খাবার ভাগ করে খেয়েছি কিন্তু দেখুন কেমন? আসলে আমাদের জীবনটাই যেন কেমন হয়ে উঠেছে রাস্তাঘাটের যা দাঁত খিঁচানো অবস্থা গর্ত ভাঙাচোরা তার মধ্যে দিয়েই বাইক নিয়ে ছুটতে হচ্ছে। আবার ঠিকঠাক সময় খাবার পৌঁছে না দিলে শুনতে হচ্ছে কাস্টমারের কথা কলি বলুনতো তাড়াতাড়ি যে যাব তার উপায় নেই রাস্তার এই অবস্থা। কত অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে বলুন তো?

এই প্রশ্নের কি উত্তর দেব পড়ে গেলাম দ্বন্দ্বে বললাম ঠিকই তো তবে আপনারা আপনাদের কোম্পানিকে কেন বলেন না তারা সরকারের সাথে কথা বলে এসব ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন সমাধান করতে পারবে। উনি বললেন এসব আমাদের করা হয়ে গিয়েছে কোম্পানির কথাও সরকার শোনেনা তাই কোম্পানিও এখন আর এসব কথায় কান দেয় না তবুও করে তো খেতে হবে। কোথায় যাবো বলুন তো?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কবে থেকে এই কাজ করছেন?

বললেন কোভিডের পর থেকে।

তার আগে কি করতেন তাহলে?

ওই ডেন্টিস্টের যে মেশিন হয় তার সার্ভিসিং করতাম এক বড় কোম্পানির মাধ্যমে, কোম্পানি বাংলা ছাড়লো ব্যাঙ্গালোরে আমাদের নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু ঘরে মা বাবা বউ বাচ্চা ছেড়ে কি করে যাই বলুন তো, তাই অগত্যা এই কাজে এলাম। মোটামুটি চলছে, রাতে বেরোলে একটু বেশি উপার্জন হয়। তাই রাতেই বের হই সংসারের অনেক খরচ বুঝতেই তো পারছেন। ছেলেটাকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছি, দেখা যাক কতদূর কি করতে পারি। মানুষ হলেই হল বুঝলেন দাদা।

বললাম তা ঠিক।

আবার বলতে শুরু করলেন উনি, আচ্ছা দাদা বলুন তো এই বাংলার কি হবে? যারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকেই অসম্মান করে, নেতাজির ওপর মিথ্যাচার করে তাদের কি আবার উঠে দাঁড়ানো সম্ভব?

বাঙালির মান কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে বলুন তো মন্ত্রীর বাড়ি থেকে টাকা পাওয়া যায় চাকরি নেই টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। এও কি বাঙালি কোনদিনও ভেবেছিল? খুব দুঃখ হয় জানেন দাদা, খুব দুঃখ হয়।

কথা শেষ করে আমাকে বললেন এই রাস্তাটা ধরে নিন একদম সোজা চেতলার সেন্ট্রাল রোডে গিয়ে উঠবেন। আমি আসছি বলে বাঁদিকের রাস্তা ধরে চলে গেল খাবার পৌঁছতে।

কানের মধ্যে বাজতে লাগলো তার এতক্ষণের এইসব কথাগুলো মনে হলো সত্যিই বাঙালির আজ কি অবস্থা আর এদের কথাই বা কে ভাবছে। তার এই কথাগুলো শোনার জন্য কজনই বা আছেন? আমি বাকরুদ্ধ শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সরকারের দিকে এদের কষ্টটা একটু বুঝুন আর খাবার পৌঁছতে একটু দেরি হলে ধৈর্য রাখুন অপেক্ষা করুন কারণ তাদের জীবনে বেঁচে থাকাটা প্রয়োজন ওই ছোট্ট ছেলেটিকে মানুষ করে বাংলার হাল ফেরানোর জন্য।

হঠাৎ করে মনে হল কে যেন পাশ দিয়ে গেয়ে উঠছে সলিল চৌধুরীর সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই গান রানার ছুটেছে.....।

এই রানারেরা রাতের কল্লোলিনী কলকাতার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে খাবার। খাবার পৌঁছে না দিলে যে তাদের এবং তাদের পরিবারের খাবার জুটবে না।

রাতের সফরের এই সঙ্গীকে না পেলে আমাকে একা একাই ফিরতে হতো ফ্লাইওভারের পথ ধরে। আশায় আছি আবার কোন এক রাতের সফরে আমার এই সঙ্গীর দেখা মিলবে তখন বাংলার হাল হকিকতের গল্পটা বদলে যাবে। বাংলার পতনের গল্প না করে আমরা বাংলার এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা করব।

পুস্তক সমালোচনা

নতুন অনুভবের গল্প মালা

বিধান সাহা : উনিশটি গল্প নিয়ে সুনন্দন শিকদারের গল্পগ্রন্থ স্টেশনমাস্টার কমলেশ এবং অন্যান্য। সুভাষ সরকার প্রাককথন অংশে লেখকের লেখক সত্তার পরিচয় এবং গ্রন্থে প্রকাশিত গল্পগুলির আলোচনা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, স্টেশন মাস্টার কমলেশ এবং অন্যান্য গল্প সংকলনটিতে মোট উনিশটি গল্পের সমাহার। বিষয় বৈচিত্র্য এবং চরিত্রায়নের মধ্যে এক নিখুঁত সাজুয্য বজায় রেখে গল্পের ইতি চমক টানা প্রতিটি গল্পেই লক্ষ করা যায়।

গ্রন্থের প্রথম গল্প স্টেশন মাস্টার কমলেশ। দশটি পরিচ্ছেদে গল্পটি বিভক্ত। একটি ছোট রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার কমলেশকে ঘিরে

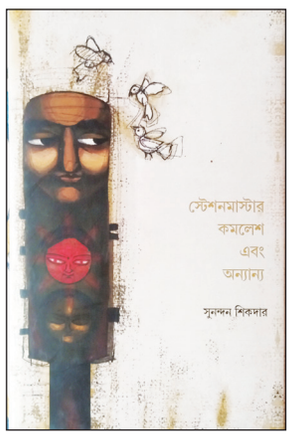

গল্পটি গড়ে উঠেছে। রেল চলাচলের খুঁটিনাটি,রেল অফিসের কাজের পরিবেশ, দৈনন্দিন জীবনের মাঝে বিধুশেখরের স্ত্রীর প্রসঙ্গ কাহিনীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিধুশেখরের স্ত্রীর আকস্মিক ট্রেনে কাটা পড়ার ঘটনা মনকে ভারাক্রান্ত করে।

দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত খাদান গল্পটি গড়ে উঠেছে ভিন্ন এক পরিবেশে। আমাদের অচেনা বালি খাদানের প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতের চলমান কাহিনী তুলে ধরেছেন লেখক। আবহ নির্মাণে তিনি সার্থক তা দ্বিধাহীন ভাবেই বলা যায়।

বারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত পরমাত্মীয় গল্পে বর্ণালীর দিব্যচক্ষু বিষয়টি এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

কুকুর বিড়ালের প্রতি ভালোবাসায় লতিকা ঈশ্বরের নাম গানকেও আপন করে নিতে পারেনি। পাঁচটি পরিচ্ছেদে সাজানো নিমন্ত্রণ গল্পে লতিকার জীবনযাত্রা পশুপ্রেমের ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প ব্যাধি। এই ছোটগল্পটি বারোটি পরিচ্ছেদে সাজানো। সহজ থেকে জটিল হয়ে যাওয়া সম্পর্ক ও জীবন কিভাবে শেষ হয়ে যায় তারই আশ্চর্য দলিল এই গল্পটি।

নয়টি ছোট গল্পের পাশাপাশি দশটি অণুগল্প এই সংকলনে ঠাঁই পেয়েছে। হজের জল, মানুষ, দেখা,মেনু, বোধোদয়, প্রহরী– উল্লেখযোগ্য অণুগল্প হয়ে পরিবেশনের গুণে।

গ্রন্থের শেষ গল্প ফার্মহাউস। এটিও একটি অণুগল্প। বিদেশে থাকলেও নিজের গ্রামের প্রতি টানকে অস্বীকার করতে পারে না অনিমেষ মুখুজ্জে। শেষে তার উপলব্ধি – জলস্থল পেরিয়ে, তিনি ছাড়া হয়তো আর কেউ আসবে না, কখনও আসবে না, বেদনাবিধুর এই বিশাল ফার্মহাউসে। এই মাটি,হাসুহানা ফুল আর বিকেলের এই বাতাসের গন্ধে, তাঁকেই কেবল জ্বলতে হবে, জ্বলতে জ্বলতে পুড়তে হবে। একাকী। একাকী। এই উপলব্ধি পাঠক হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেদনার সুর হয়ে বাজতে থাকে।

ঘটনা নির্মাণে, পরিবেশ নির্মাণে, চরিত্র নির্মাণে অতীব যত্নশীল লেখক। শব্দচয়ন, ভাষা শৈলীতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। ছোট গল্প অথবা অণুগল্প উভয়ক্ষেত্রেই গল্প বলার ভঙ্গিমায় পাঠককে আগ্রহী করে তুলতে পেরেছেন। এখানেই লেখক হিসেবে তাঁর সার্থকতা।

শুভদীপ মণ্ডলের (ঋজু) প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। গ্রন্থের ছাপা ছবির মত ঝকঝকে। বোর্ড বাঁধাই অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

স্টেশন মাস্টার কমলেশ এবং অন্যান্য–সুনন্দন শিকদার। প্রকাশক: ব্যাসদেব গায়েন, শাশ্বত প্রকাশনী,গণপতিপুর, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা–৭৪৩৪১১, মূল্য–২৫০।

বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা

মলয় সুর, চন্দননগর : বারাসাত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে চন্দননগর কলেজের হেরিটেজ সভাগৃহে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী

অরবিন্দ ঘোষের ভূমিকা শীর্ষক এক আলোচনা পর্ব হয়। পাশাপাশি এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। এতে মোট ৩৫টি ছবি ছিল। বাংলার এই বীর সন্তান ঋষি অরবিন্দের ছবি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু অগ্নিযুগের বিপ্লবের আগুনে তার যে উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল ইতিহাস তাকে কখনও অস্বীকার করতে পারবে না। শ্রী অরবিন্দের ১৫৩ তম জন্ম শতবার্ষিকী চলছে। তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি জায়গায় গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে জায়গাগুলিতে ফলক বসানো হয়। ফরাসি শহর চন্দননগরে শ্রী অরবিন্দ বিপ্লবী মতিলাল রায়ের ডেরায় কয়েকদিন আত্মগোপন করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট চন্দননগর স্বাধীনতা পায়নি। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২ মে চন্দননগর স্বাধীনতা পায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, চন্দননগর কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশীষ সরকার, শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সচিব রঞ্জন মিত্র, সংস্থার সভাপতি অরিন্দম সিনহা রায়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

বিপ্লবীদের ব্যবহৃত জিনিসের চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতা আন্দোলনকালে আলিপুর বোমা মামলায় জড়িত বিপ্লবীরা যারা

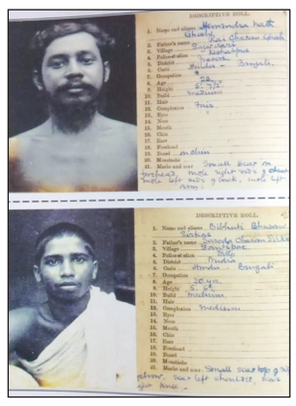

ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন তাদের বিভিন্ন ব্যবহৃত জিনিস, যে সমস্ত বোমা মুরারিপুকুর বাগান বাড়িতে বানানো হত তার চিত্র, যে পিস্তলে প্রাণ গিয়েছিল বিশ্বাসঘাতক

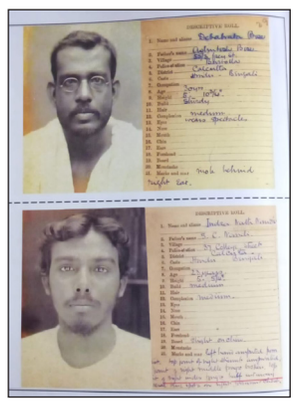

নরেন গোঁসাইয়ের চিত্র, বিপ্লবীরা জেলে যেখানে থাকতেন তার চিত্র তাঁদের পরিচয় পত্র, শহীদ বিপ্লবী কানাইলালের ব্যবহৃত জিনিস পত্রের চিত্র। মুরারীপুকুর বাগান বাড়ির চিত্র ছাড়াও সমস্ত আলিপুর বোমা মামলায় বহু তথ্য আর চিত্র নিয়ে আগামী স্বাধীনতা দিবস ১৫ থেকে ২০ আগস্ট হুগলীর বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে জাতীয় সমাজসেবা প্রকল্পের অধীনে এক চিত্র প্রদর্শনী। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, স্বাধীনতা আন্দোলনকালে সশস্ত্র বিপ্লবীরা অকুতোভয়, ব্রিটিশের অত্যাচার, চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে দেশ মাতৃকাকে শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য আত্মত্যাগের কাহিনী এই সময়কার তরুণ ও যুবদের মধ্য সঞ্চারিত করার প্রয়াস।

পাথরপ্রতিমা ভুবন হারা

উজ্জ্বল সরদার : ৮ আগস্ট কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে প্রয়াত হলেন ভারতীয় সুন্দরবনাঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্তীয় উপকূলীয় অঞ্চল পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিশিষ্ট সমাজসেবী ভুবন পাত্র। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তাঁর পিতা ছিলেন রমেশচন্দ্র পাত্র ও মায়ের নাম ছিল বরদাবালা দেবী। সাগরদ্বীপের রুদ্রনগরে পৈত্রিক নিবাস হলেও, পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি প্লট দ্বীপের গোবর্ধনপুর ছিল তাঁর বসতি গ্রাম। তবে তাঁদের আদি বসবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার মধুসূদনচক গ্রামে। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে স্থায়ীভাবে চলে আসেন গোবর্ধনপুর গ্রামেই। সে গ্রামের মানুষের জন্য নিরন্তর সমাজসেবার কাজ করে গিয়েছেন তিনি। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও, গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, হাসপাতাল, রাস্তা এসব জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য দৌড়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। ইন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। পাথরপ্রতিমা ব্লকের উপকূলীয়

অঞ্চল বিশেষত গোবর্ধনপুরের বাঁধ ও ভাঙন সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। গোবর্ধনপুর গ্রামে সুন্দরবন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। যৌবন বয়সে রাজনীতিতে জড়িয়ে থাকলেও, পরবর্তী সময়ে সে জীবন থেকে দূরেই থাকতেন। নিজে গ্রামের যাত্রাদলের গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত শিল্পী ও অভিনেতা ছিলেন। জি প্লট দ্বীপের সীতারামপুর মিলন বিদ্যানিকেতন বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গোবর্ধনপুর গ্রামে বনসৃজন এসব জনকল্যাণমূলক কাজে তিনি নিজের জীবনের সমগ্র সময়টাই দিয়ে গেলেন। তাঁর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হল– 'জি প্লট ও আমার জীবন'। স্থানীয় গ্রামবাসী থেকে মহকুমা স্তরের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি সকলের প্রিয়জন ছিলেন তিনি। সমুদ্র ভাঙন ও নদী বাঁধ ভাঙ্গনের সমস্যায় জেরবার গোবর্ধনপুর গ্রামবাসীদের জন্য নিরন্তর ছুটে যেতেন সরকারী অফিসগুলিতে। তাঁর সমাজসেবা এদতঞ্চলে এক অনন্য নজির হয়ে থাকবে। তাঁর আকস্মিক প্রয়ানে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা অঞ্চলের একাধিক আধিকারিক ও জন প্রতিনিধিগণ। জি প্লটের সাধারণ গ্রামবাসীরাও তাঁর প্রয়ানে বিশেষ বেদনার শরীক হয়েছেন।

প্রতিষ্ঠা মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : বিবেকানন্দ সোসাইটির ১২৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠ পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রধান অতিথি ছিলেন হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি পিনাকীচন্দ্র ঘোষ। বিশিষ্ট অতিথি, সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী।ঠাকুর,মা,স্বামীজিজ,ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী নিরন্দুনানন্দ ও স্বামী অদ্বৈতানন্দর মহান ঐতিহাসিক জীবনী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ, প্রবাজিকা সদানন্দ প্রাণা মাতাজী, ড. বন্দিতা ভট্টাচার্য্য, ড. তপন চক্রবর্তী, আরাধনা পাল, অচিন্ত্য মুখার্জী, সেবাব্রতানন্দ, হৈমন্তী চ্যাটার্জী, শশধর দাস, তিলক ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দেবারতি সেন, মিতা নাগ, শর্মিষ্ঠা সেন মল্লিক, সুস্মিতা রীত, ঝুনু ব্যানার্জী, শম্পা রায়, সঞ্চয়িতা মুখার্জী, অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, সুদীপ পাল, সুস্মিতা চ্যাটার্জী, শঙ্কর ঘোষ, প্রদ্যোদ ব্যানার্জী প্রমুখ। স্মারক বক্তৃতায় ছিল কমলিনী গুপ্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাস্কর রায়চৌধুরী ও রঞ্জনা রায়। সঞ্চালক ছিলেন সুভাষ মিত্র।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি রাজ্যের ৫ টি স্থানে একটি করে ৫ দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন। কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	সম্ভাব্য তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা
১	মেদিনীপুর বিভাগ	২৮ আগস্ট – ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	মহিষাদল	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া
২	বর্ধমান বিভাগ	০৩ – ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	চুঁচুড়া	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম
৩	মালদা বিভাগ	১০ - ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	মালদা	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ
৪	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৩ – ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	টাকি	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া
৫	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৫ – ২৯ নভেম্বর, ২০২৫	আলিপুরদুয়ার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর। নূন্যতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোন জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর, দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ইতিপূর্বে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে থাকলে তার শংসাপত্রের প্রতিলিপি আবেদনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আবেদন পত্র ২৪/০৮/২০২৫-এর মধ্যে মেল করে (ই-মেইল -workshop.pbna@gmail.com), ডাক যোগে, অথবা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির কার্যালয়ে দুপুর ১টা থেকে ৭টার মধ্যে সরাসরি জমা করা যাবে। শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হতে পারে। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশ গ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

কবিতা

স্বাধীনতার গান
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

সবাই এসো একসাথে ভাই
বলি বন্দে মাতরম্
স্বাধীনতার পতাকা হাতে
সংগ্রামীদের করি স্মরণ
ফুল ছড়িয়ে দিই গো মালা
রাঙায় রবি দেয় কিরণ
সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানাই
বলি বন্দে মাতরম্
কর রক্ত ঝরে স্বাধীনতা
কত মানুষের গেছে জীবন।
আগলে রাখি ভারতমাতাকে
বলি বন্দে মাতরম্॥ **(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)**

নেতাজী তুমি ফিরে এসো
রাম চন্দ্র খাঁড়া

নেতাজী তুমি ফিরে এসো
দরিদ্র ভারতবাসী দু হাত মেলে
চাইছে তোমায় চোখের জলে
আজ এই শুভ দিনে ফিরে এসো
আলো হয়ে এসে পথ দেখাও
আসমুদ্র হিমাচল প্রদেশ হয়ে
কন্যাকুমারী রামেশ্বরে হয়ে এসো বাংলায়
গঙ্গা যমুনা যেথা এক সাথে বয়
মাথা উঁচু করে যেথা রয় হিমালয়
সেই দেশ আমার জন্মভূমি
সেই দেশ নেতাজীর জন্মভূমি ।
আমি ধন্য তুমি ধন্য ধন্য সবাই –
(সাতগাছিয়া, নোদাখালী, দঃ২৪ পরগণা)

ভবিতব্য
সঞ্জয় কুমার নন্দী

সময়কে দাঁড় করিয়ে রেখে
সময়ই ভেঙে দিয়েছে মনের ঢেউ
হেঁটে হেঁটে পৃথিবীর উঠোনে যখন এলো
তখন খাল–বিল–নদী–নালা–পুকুর সব ভর্তি
নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায় না
কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় সূর্যের আলো
দিগন্ত হাঁসফাঁস করে, উড়ে যাওয়া
বাতাসের ওম ধীরে ধীরে চলতে বলে ...
দূরে দেখা যায়
ধবল বক উড়ছে আকাশে
হয়তো বৃষ্টি আশবে এখনি॥ **(দঃ শুঁড়া, চকদীঘি, পূর্ব বর্ধমান)**

পচা ভাদ্দর
বিধু বদন মণ্ডল

ভাদ্র মাসে পচা গরম
মাঝে মধ্যে বৃষ্টি
গরমেতে হাঁসফাঁস
বিধাতার সৃষ্টি॥ **(যদুরহাটি, উত্তর ২৪ পরগণা)**

দুটি দৃশ্য
তপন কুমার দাস

এদিকে কবি কবিতা লেখায় ব্যস্ত
আর ওদিকে কবির বউ
হাঁড়িতে জল চাপিয়ে বসে আছে
কি করবে সে বুঝতে পাররে না॥
(বালিয়াডাঙ্গা, চাকদহ, নদীয়া)

শরতে
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

শরতে সেজেছে রাঙা মাটির দেশ
খুলে ফেল আজ ভৈরবীর বেশ
শিউলি সোহাগ কাশের দল
সারা গায়ে বুঝি মায়েক আঁচল
মনেতে বাজে আগমণীর রেশ॥
(রামপুরহাট, বীরভূম)

মাতৃপূজা
রতন নস্কর

শরৎ এলেই উদাম আকাশ নীলে
শিমূল–তুলো মেঘের ঘুড়ি ভাসে
হীরককণা শিশির সোহাগ পেয়ে
শাপলা শালুক খিলখিলিয়ে হাসে
ভুবন জুড়ে শরৎ রবির মায়া
আসবে উমা মর্তে বাপের বাড়ী
দেখ চেয়ে দেখ জগদ্ধাত্রী মা–কে
পরণে যার ময়লা ডুরে শাড়ী
যে দিয়েছে তোর কপালে চুমো
করলো মানুষ আগলে বুকে রেখে
তার কেন আজ করুণ দশা ওরে
ভাত খেতে হয় চোখের জলে মেখে
মাটির মায়ের করবি পূজা বলে
আনন্দেতে হৃদয় বুঝি নাচে
শক্ত করে হাত দুটি ধর মায়ের
তাহলে তো একটু সুখে বাঁচে
নিজের মাকে রাখলে চিরদুখে
দশভূজা হয় কি খুশি ভবে !
ভক্তিভরে রাখলে ভালো মা–কে
তবেই তো ঠিক মাতৃপূজা হবে ॥

(সরিষা, দঃ ২৪ পরগণা)

তোমার অপেক্ষায়
শেফালী সরকার

তুমি কি জানো এখন রাত কত ?
কী ভীষণ একা লাগছে আজ –
সবাই আছে, তবুও বড় একা !
আমি আজও তোমারই অপেক্ষায় ।
পৃথিবী আজ খুব অশান্ত, বীভৎস ঘটনাগুলো
দুমড়ে মুচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে অবিরত
অশান্ত মন তোমাকেই শুধু চায় যে
কোথাও যুদ্ধ, বন্যা, খরা দাবানল
এত কিছুর মাঝে খুঁজে চলেছি
একটা মানবিক পৃথিবীকে
বিকৃত সব লালসার ঘটনায়
থমকে গেছে জনজীবন হতাশায়,
এমন সময়ে এ মন শুধু তোমাকেই চায় –
কখন এসে দাঁড়াবে আমার পাশে
তোমার ভালবাসায় সকল ব্যাথা ভুলিয়ে দেবে
আমি ফুরিয়ে যাবার আগে ॥
(ম্যুর এভিন্যু, কলকাতা)

অসম্পূর্ণ
দত্তা রায়

তোমায় ছাড়া আমি অসম্পূর্ণ,
ফেরার হয়েছি কতবার
খোলা চিঠিতে আমি এলোমেলো
গুছিয়ে নিও আমায়
হৃদয়ের মোড়কে ভাঁজ করে রাখা অভিমান
স্পর্শ দিও প্রাণে তার।
দীঘল আঁখি অপেক্ষায় কাতর
প্রাচীর দিয়েছি রোদ চশমায়॥
(গঙ্গারামপুর, দঃ আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

অবশেষে
শ্যামল বিশ্বাস

জ্যোছনার পর্দাটাকে সরিয়ে দিও না
কালো আস্তরণে ঢেকে যাবে আশপাশ
চেনা মানুষ হবে অচেনা
এখন ভালো লাগে অকটু চুপ করে থাকা।
চেতনাকে সাক্ষী রেখে দু–হাত বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে
তখনি মনে হয় – এ সব ছেলেখেলা
কারণ আলোতেই হয় সভ্যতার উন্মেষ
চারিদিকে কি যেন একটা মোহ
অক্টোপাসের মত ঘিরে রেখেছে আমাকে
প্রাণপণে চেষ্টা করি ছাড়াতে
ঐ জীবটার শুঁড় গুলো কেটে দিতে চাই
পারিনে–হার মানি।
অবশেষে চেনা মানুষটাই বাঁচিয়ে দেয়
পথ দেখায় নবজীবনের।

(সেলিমপুর রোড, কলকাতা–৩১)

ফুলের সুবাসে
কানন পোড়ে

শিশির ধোয়া ঘাসে
দাঁড়িয়ে ছিলে শিউলি ফুলের বাসে
তোমায় চেয়ে পেয়েছি স্বর্গ হৃদয় মাঝে
প্রতীক্ষায় ছিল মোহিনী ফুল সাজে
ফুলের বনে ভ্রমরের গুঞ্জরী
কালো মেঘ না ডাকুক গুমরী
বর্ষা প্রাতে উদাস পাখি না যেন ডাকে
ভোরের আলোর ঝিলিক লাগুক পাতার ফাঁকে
সংসার ছেড়ে যেতে হবে পারের খেয়ায়
আনন্দ প্লাবনে ভেসে যায় দু–জনে
শুনতে পাচ্ছি কৃষ্ণচূড়ার ডালে কোকিল কূজনে ।
(আমতলা আদর্শপল্লী, কন্যানগর, দঃ২৪পরগণা)

উপকূল
আব্দুল হান্নান

রাত এখন বারোটার দিকে, চোখে আসেনি ঘুম
মুষল ধারায় বর্ষা নেমেছে চারি দিকে নিঝঝুম
বারে বারে দমকা হাওয়া দরজায় দেয় নাড়া
চমকে উঠে চকমক করি এই বুঝি এলো কারা
ভয় লাগে না তেমন কিছুর ভয় যে লাগে ঝড়ের
তীব্রগতিতে বইতে থাকলে বিপদে মাটির ঘর
পথের ওপর হাঁটু–ডোবা সমতল খাল–পুকুর
অসাড় হয়ে ধুঁকছে পরে গরু ছাগল কুকুর
মানুষের আশা নিমেষে খসা করা যাবে না ব্যাথা
ঝড়ঝাপটা বন্যা বাদলে নিয়েছে ভাসানোর দীক্ষা
রক্ষা–কবচ বলতে গেলেই ত্রাণ ত্রিপলের সীমায় মুখ
বন্যাপ শেষে বাঁধে ঘর, বন্যা এলেই আবার স্তুপ।
বন্যাই এখানে অনন্য সম্পদ এটাই নদীর উপকূল
আষাঢ় এলে স্বস্তি হারায় কখন কোথায় ভাঙে কূল॥
(রামশরণপুর, সীতারামপুর, দঃ২৪পরগণা)

জীবন যন্ত্রণা
কানাই লাল সাহু

আশা ছিল শান্তিতে থাকার
আর তা হলো না
অনেক কিছু পাওয়ার ছিল,
পেলাম শুধু মুঠো মুঠো যন্ত্রণা
শূন্য খাঁচা আজও ভরলো না।
অনেক কিছুই করার ছিল
করা আজও হল না
লক্ষ্মী পেঁচা, বাঁধলো বাসা
অলক্ষ্মী আজও ছাড়ল না।
ঝলকে ঝলকে দামিনী, আলো
আঁধার কালো কাটলো না
ছলনার ছলে ছলিছে সবাই
ধিক ধিক্ জীবন যন্ত্রণা।

(দীনেশ পল্লী, কলকাতা–৯৩)

নৌকা হতে চাই
অরুণ গুহ

নৌকা হয়ে শুয়ে আছি,
চারিদিকে জলের বিছানা,
নদী থেকে তুলে নিই মা দুর্গার দুই চোখ
যাতে কালের রহস্য–
ভাদু, টুসু, ভাসানের গান।
সব রূপ দেখি–
শেষে আছে নম্রঘুম
জগতের শূন্যতার সাক্ষী!
স্তব্ধ স্রোত সেই চোখ আঁকি
নাওয়ের গলুই–য়ে,
আবহকাল শূন্য রূপে
জলে ধ্যান করি ঘুম।
কামনা বাসনার তরবারি কাণ্ডে
আৎ বিঁধে থাকবে না,
বিপন্ন ফুল–রৌদ্রে আর
পাপড়ি মেলে দাঁড়াবে না,
উন্মাদ আকাশ থেকে ছোঁড়া তীর
বিঁধবে না রাতে।
নিভুক এবার অগ্নি
নৌকা জন্মে থেমে যাক জীবনের পাখা।
ধীরে ধীরে আমার আমিত্বে
সংসার নম্র হয়ে ঢুকে পড়ে,
পুরাণ পাখীর জন্ম হয়, আমি টের পাই।
প্রভু, জলের অভুক্ত স্বপ্ন নম্র গানে
আমাকে আরেক জন্মের ভাসানে
ধীরে ধীরে বয়ে নিয়ে যাবে কি!
(রায়পুর রোড, কলকাতা – ৪৭)

সরলতা
মানবেন্দ্র চক্রবর্তী

সরলা সরল মেয়ে,
পাড়া পড়শী সবাই চেনে
সত্যি মিথ্যে কথার ভাঁজ শেখেনি সে...
সত্য কথা বলে ফেলা
তার সহজাত অভ্যাস!
কার কতটা লাভ বা ক্ষতি
কারো কোন মাথাব্যাথায় সে বাধ্য নয়...
তাকে যে যাই বলুক
সে কেবলই হাসে
একটুও দুঃখ নেই তার মনে,
এর বয়সী মেয়েরা কেমন
বদলে গেছে, আধুনিকা...
ওর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই
সাদা মাটা কথায় সরল হাসি।
সরলার মায়ের বিভ্রান্তির অন্ত নেই
বাড়ন্ত মেয়ে, সে এখন অষ্টাদশী॥

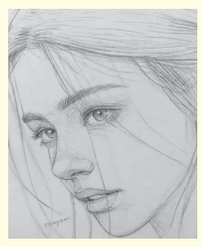

(মায়াপুর, বজবজ, দঃ ২৪ পরগণা)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি ডাকে পাঠাবেন, এই ঠিকানায়:– সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক/মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ /৯৯০৩৮৩৫৬১১)

আতশ কাচে

জন্মদিবস পালন

প্রবাদপ্রতিম ফুটবলার গোষ্ঠ পালের ১২৯ তম জন্ম দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে কলকাতা ময়দানে গোষ্ঠ পালের মূর্তির পাদদেশে রাজ্যের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারী, প্রাক্তন খেলোয়াড়রা কিংবদন্তি ফুটবলারের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আইএফএ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের বিওএ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল সিএবি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হয়।

ইস্টবেঙ্গলে অ্যাম্বুলেন্স

কলকাতা ময়দানে খেলাধুলোকে সঙ্গী করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একের পর এক নিত্যনতুন উদ্যোগ। এবার এ শহরের খেলোয়াড়, প্রাক্তন খেলোয়াড়দের জন্য তো বটেই, সাধারণ মানুষের জন্য ক্লাব নিয়ে এলো বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। চির প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের মধ্যে খেলার মাঠে যুযুধান যতোই থাক সেখানে সেই ক্লাবের প্রয়োজনেও এক ডাকে পৌঁছে যাবে ইস্টবেঙ্গলের এই অ্যাম্বুলেন্স। এই আপতকালীন পরিষেবার উদ্বোধন করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ ক্লাবের একঝাঁক কর্মকর্তা।

মনুর ব্রোঞ্জ

দুবারের অলিম্পিক পদকজয়ী মনু ভাকের কাজাখিস্তানে বিশ্ব শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। তিনি ২১৯৭ স্কোর করে তৃতীয়স্থান লাভ করেন। সোনা পেয়েছেন, কোরিয়ার জিন ইয়াং সোনা এবং চীনের হিংয়াং মা রপো জিতেছেন। এই ইভেন্টে ভারত দলগত বিভাগেও ব্রোঞ্জ পেয়েছে। ওই দলে মনু ভাকের ছাড়াও ছিলেন সুরুচি সিং ও পালক গুলিয়া।

নির্বাসিত অ্যাথলিট

নিষিদ্ধ মাদক নেওয়ার জন্য ভারতের ট্রিপল জাম্পার শিনা ভার্কেকে ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি (নাডা) সাসপেন্ড করেছে। ৩২ বছর বয়সী মহিলা অ্যাথলিট শিনা ভার্কে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় একাধিক পদক জিতেছেন। আন্তর্জাতিক স্তরেও তিনি দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ২০২৩ সালে হ্যাংঝাউ এশিয়ান গেমসে তিনি অংশ নেন।

নেতা অভিমন্যু

দলীপ ট্রফি ক্রিকেটে পূর্বাঞ্চল দলের নেতৃত্ব দেবেন বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। ঈশান কিশন চোটের জন্য খেলতে পারবেন না। তাই অভিমন্যুকে অধিনায়ক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঈশানের পূর্বাঞ্চল দলের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল। ২৮ আগষ্ট থেকে হবে দলীপ ট্রফি । ৬ টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

বাদ বাবর

আসন্ন এশিয়া কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য পাকিস্তানের ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করা হয়েছে। দলে জায়গা পাননি বাবর আজম ও একদিনের দলের অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান। দলের নেতৃত্ব দেবেন সালমান আলি আঘা। এই একই দল এশিয়া কাপের আগে ত্রিদেশীয় সিরিজেও খেলবে।

রোনাল্ডো ভারতে

মোহনবাগান ২০২৫-২৬ এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফুটবলের টু-তে গ্রুপ সি তে রয়েছে, অন্যদিকে গ্রুপ পর্বে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসের এর মুখোমুখি এফসি গোয়া। মালয়েশিয়ার কুয়াললামপুরে, এএফসি-র সদর দপ্তরে লটারির মাধ্যমে ৩২টি ক্লাবকে ৮ গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে গ্রুপ সি-তে মোহন বাগানকে খেলতে হবে ইরানের এফএম সেপাহান এসসি, জর্ডনের আল হুসেইন এসসি ও তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফসি-র বিরুদ্ধে। গ্রুপ ডি-তে এফসি গোয়ার প্রতিপক্ষ হতে চলেছে সৌদি আরবের আল নাসের এফসি, ইরাকের আল জাওরা এসসি ও তাজিকিস্তানের এফসি ইস্তিকলোল।

ঘোষিত মহিলা বিশ্বকাপ দল, বাদ শেফালি

সুমনা মণ্ডল: ঘোষণা হয়ে গেল ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের মহিলা দল। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে খেলতে ভারতীয় দলে বিশ্বকাপে সুযোগই পেলেন না বিধ্বংসী ওপেনার শেফালি ভার্মা। নির্বাচক কমিটির চেয়ারপার্সন নীতু ডেভিড বলেন, 'শেফালি এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ায় দলের হয়ে খেলছে। এমনটা নয় যে ও আমাদের সিস্টেমে নেই। ভীষণভাবে আমাদের সিস্টেমে রয়েছে।' শেফালি অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য জায়গা পাননি ভারতীয় দলে। প্রথমবার হরমন প্রীতের অধিনায়কত্বে বিশ্বকাপ খেলবে ভারত। বিশ্বকাপে হরমন প্রীতের ডেপুটি হয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। বিশ্বকাপের দলে দেখা যাবে ৮টি নতুন মুখকে। বাংলা থেকে দলে রয়েছেন উইকেটকিপার ও ব্যাটার রিচা ঘোষ। চোট সারিয়ে

বিশ্বকাপ স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন হয়েছে পেস বোলিং সেনসেশন রেণুকা সিং ঠাকুরের। এছাড়া দীপ্তি শর্মা, হরলীন দেওল, জেমাইমারা তো রয়েইছেন। গত কয়েক সিরিজে ওপেনিংয়ে শেফালির পরিবর্তে প্রতীকা রাওয়ালকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ভরসা দিয়েছেন। বিশ্বকাপের টিকিটও জিতেনিলেন প্রতীকা রাওয়াল। প্রধান নির্বাচক নীতু ডেভিড বলেন, 'এই দলটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে তৈরি করেছি। আমরা বেশি পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চাইনি।' বিশ্বকাপের আগে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ রয়েছে। সেই সিরিজেরও পাশাপাশি দল ঘোষণা করা হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে চলবে মহিলাদের বিশ্বকাপের আসর। ১২ বছর পর ভারতের মাটিতে ফিরতে চলেছে এই মেগা টুর্নামেন্ট।

আইনে পরিণত হল জাতীয় ক্রীড়া বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জাতীয় ক্রীড়া বিলে সই করার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে আইনে পরিণত হল জাতীয় ক্রীড়া বিল। উল্লেখ্য, একসপ্তাহ আগে লোকসভায় পাশ হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'নিম্নলিখিত সংসদীয় আইনটি ১৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়েছে এবং জাতীয় ক্রীড়া আইন, ২০২৫-এর সাধারণ তথ্য প্রকাশিত হল।' দীর্ঘদিন ধরেই ক্রীড়া বিল নিয়ে চর্চা ছিল। গত ২৩ জুলাই, তা লোকসভায় প্রথম পেশ করা হয়। পরে ১১ আগস্ট তা লোকসভায় পাশ হয়। ঘণ্টা দুয়েকের আলোচনার পর রাজ্যসভাতেও বিলটি পাশ হয়। অবশেষে তা আইনে পরিণত হল। এই আইনে ভারতীয় ক্রীড়া পরিকাঠামোয় অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বদল আনা হচ্ছে। যেমন অ্যাথলিটদের ভোটাধিকার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, তেমনই আরও অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে মহিলাদের। পাশাপাশি মহিলা অ্যাথলিটদের সুরক্ষার উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে বিলে। গঠন করা হচ্ছে অ্যাপিলেট স্পোর্টস ট্রাইবুনাল। যেখানে নিষ্পত্তি হবে সমস্ত ক্রীড়া সম্পর্কিত মামলার। এর সঙ্গে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার হাতেও আর ক্রীড়া সংস্থা নিয়ন্ত্রণ হাতে থাকবে না, তা চলে যাবে স্পোর্টস বোর্ডের কাছে। বিসিসিআইয়ের ক্ষেত্রেও কিছু ব্যতিক্রম-সহ ক্রীড়া আইন প্রয়োগ হবে। বিসিসিআইয়ের মতো স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা প্রথম থেকেই ক্রীড়া বিলের অধীনে আসতে নারাজ। কারণ, আর্থিকভাবে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল নয়। যদিও ক্রীড়া বিলের অধীনে বিসিসিআইও থাকছে তবে তাদেরকে আরটিআইয়ের অধীনে পড়তে হবে না। তা ছাড়া ভারতীয় বোর্ডের পদাধিকারী হওয়ার রাস্তা তুলনায় সহজতর হয়েছে কিছু সংশোধনের ফলে। বিল পাশের সময় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য একে ব্যাখ্যা করেন, 'স্বাধীনতার পর ভারতীয় ক্রীড়ার ইতিহাসে বৃহত্তম সংস্কার।'

প্রবীণদের বার্ষিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

রিয়া দাস: ১৭ আগষ্ট দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় ৫০ উর্ধ প্রবীণদের এক দিনের নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল চেতলা পার্ক ফেডারেশন। শালিমার

কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় প্রতীকনাথ ভট্টাচার্য্যের স্মৃতীতে এই প্রতিযোগিতায় ৪টি দল অংশগ্রহণ করে। রেফারি হিসেবে সমগ্র খেলাটি পরিচালনা করেন সুব্রত বিশ্বাস। অনন্য এই খেলাকে উৎসাহ দিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শালিমার কেমিক্যালস-এর বর্তমান ডিরেক্টর হিরক ভট্টাচার্য্য ও ফুটবল প্রশিক্ষক সঞ্জয় সেন সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও বিভিন্ন খেলার আয়োজন ছিল। বিজয়ী দলকে পুরস্কার তুলে দেন হিরক ভট্টাচার্য্য ও মহিলা প্রতিযোগিদের পুরস্কার দেন সঞ্জয় সেন। সমগ্র টুর্নামেন্টটি পরিচালনা করেন সংগঠনের কনভেনর শেখর রায়চৌধুরি।

সিএবি থেকে বহিষ্কৃত যুগ্মসচিব দেবব্রত দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ বহিষ্কৃত হলেন সিএবির যুগ্মসচিব দেবব্রত দাস। সিএবির ইতিহাসে এই প্রথম কোনও সচিব সরাসরি নির্বাসিত হলেন। বৃহস্পতিবার অ্যাপেক্স কমিটি সাসপেন্ড করে দেবব্রত দাসকে। সিএবি-র কোনও মিটিংয়েও উপস্থিত থাকতে পারবেন না তিনি। ৬ অগাস্ট সিএবির অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকেই দেবব্রতকে শো কজ করা হয়েছিল। যতদিন তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলবে, ততদিন এই নির্বাসন জারি থাকবে। দেবব্রতর বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত আরও অভিযোগ জমা পড়েছিল। তাঁকে টিকিটের বকেয়া অর্থ ১৫ দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। এরমধ্যে তিনি ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ফেরত দিয়েছেন। বাকি রয়েছে ৬ লক্ষেরও বেশি টাকা। তার বিরুদ্ধে বাংলায় খেলার সুযোগ করে দেওয়ার টাকা নেওয়ার অভিযোগ যেমন রয়েছে, তেমনই অনেক ক্রিকেটারকে জোর করে টাউন ক্লাবে খেলিয়েছেন, বাংলার হয়ে খেলার সুযোগ দেওয়া হবে বলে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে, প্লেয়ার নির্বাচনে প্রভাব আছে বলে কয়েক কোটি টাকা বিভিন্ন লোকের থেকে আত্মসাতের অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছিল সিএবি কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেও। তবে তিনি ক্লাব থেকে নিজের নামে টাকা তুলেছেন বলে সিএবি সেই বিষয়ে ঢোকেনি।

অভিযোগ জমা পড়ে মহাদেব চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেও। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের এসিপি(ওডিসি) পদে আসীন থাকা অবস্থায় কীভাবে মহাদেব চক্রবর্তী সিএবির অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য হয়ে গেলেন তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ জমা পড়েছিল সিএবির সঙ্গে জড়িত অম্বরীশ মিত্রের বিরুদ্ধেও। এদিকে, সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়ে জল্পনা বেড়েছে। তবে স্পোর্টস বিলের প্রভাব এই মুহূর্তে পড়বে না। কারণ, সবদিক পর্যালোচনার পর কমিটি গড়ে তা কার্যকর হতে ৫-৬ মাস লেগে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

জায়গা নেই দলে, ব্রাত্য শ্রেয়স-যশস্বী

এশিয়া কাপে সূর্যকুমারের ডেপুটি শুভমন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চোট সারিয়ে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব খেলার জন্য পুরো ফিট। এশিয়া কাপে তাঁর ডেপুটি করা হল শুভমন গিলকে। ইংল্যান্ড সিরিজে দুর্দান্ত ক্যাপ্টেন্সির ফলই পেলেন শুভমন। যার জন্য স্টান্ড বাইতে চলে গেলেন যশস্বী জয়সওয়াল। সুযোগই পেলেন না শ্রেসয় আইয়ার। যা নিয়ে নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকারকের অকপট উক্তি, 'এখানে ওর কোনও দোষ নেই। কাকে বাদ দিয়ে শ্রেয়সকে রাখব? এই মুহূর্তে ওকে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।' ভারতীয় দলে জায়গার অভাব। তার জন্যই যশস্বীর মতো প্রতিভাকেও দলে সুযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচকরা। আগরকার বলেছেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে যশস্বীকে আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে। কার জায়গায় সুযোগ দেব বলুন।' মঙ্গলবার এশিয়া কাপের দল ঘোষণা হল। নজরে টি-২০ বিশ্বকাপ। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই নির্বাচকরা এশিয়া কাপের দল বেছে নেন। বোলিংয়েও সুযোগ পাননি মহম্মদ সিরাজ। বোলিংয়ের প্রাণভোমরা জসপ্রীত বুমরাব, তাছাড়া অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানাকে নেওয়া হয়েছে। যশস্বী ছাড়াও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, ওয়াশিংটন সুন্দর, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল সবাই-ই স্ট্যান্ড বাই। দুই স্পিনার নেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী। ওপেনিংয়ের পাশাপাশি উইকেট কিপিং করবেন সঞ্জু। ব্যাক আপ কিপার হিসেবে নেওয়া হয়েছে জিতেশ শর্মাকে। শুভমন কীভাবে সুযোগ পেলেন, তা নিয়ে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বলেন, 'আমার মতে, শুভমান গিল শেষবার ভারতের হয়ে টি-২০ খেলেছিলেন যখন আমরা শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলাম। যখন আমি নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম, তখন তিনি সহ-অধিনায়ক ছিলেন। সেখান থেকেই আমরা টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য নতুন সাইকেল শুরু করেছিলাম।' এরপর, তিনি সমস্ত টেস্ট সিরিজ

নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। টেস্ট ক্রিকেট এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি টি-২০ খেলার সুযোগ পাননি।"

বিদায় ভেস পেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষরক্ষা হল না। প্রয়াত লিয়েন্ডার পেজের বাবা ভেস পেজ। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল ব্রোঞ্জ পদক জেতে। সেই হকি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ভেস পেজ। ১৯৭১ সালে বার্সেলোনায় হকি বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন ভেস। ক্রীড়াবিদের সাথে স্পোর্টস মেডিসিনে খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই পারকিনসন রোগে ভুগছিলেন তিনি। একে একে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দেয়। চিকিৎসকেরা হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু অবস্থা এতটাই সংকটজনক ছিল যে তা করা সম্ভব হয়নি। বৃহস্পতিবার ভোর ৩ টের সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ভারতীয় ক্রীড়াজগতে অন্যতম কিংবদন্তি ভেস পেজের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। খেলাধুলায় তাঁর অবদান অপরিসীম, যা চিরকাল মানুষ মনে রাখবে। আমি লিয়েন্ডার পেজ-সহ তাঁর সকল পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও অসংখ্য অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।' ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেছেন, 'ভেস পেজের মৃত্যু ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অপুরণীয় ক্ষতি। ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর প্রয়াণে আমি গভীর শোকাহত। আমি তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করছি। ভেস পেজের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।' ১৯৪৫ সালে গোয়ায় জন্ম তার। কলকাতায় স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি। ডিগ্রি থাকলেও খেলার মাঠই ছিল তাঁর ভালোবাসা। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এবং বিসিসিআই-এর সঙ্গে ডোপিং-বিরোধী এডুকেশন প্রোগ্রামেও কাজ করেছিলেন তিনি। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রপৌত্রী জেনিফার ডাটনকে বিয়ে করেন ভেস। তাঁদের সন্তান অলিম্পিক পদকজয়ী জয়ী টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ।

স্বার্থ শেষ! 'ব্রাত্য' সুনীল ছেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বার্থ শেষ! অবসর নিয়েও ভারতের প্রয়োজনেই মাঠে ফিরেছিলেন সুনীল ছেত্রী। মানোলো বুঝিয়ে ফের ভারতীয় দলের জার্সি পরিয়েছিলেন সুনীলকে। খালিদ জামিল নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন। সুনীল ছেত্রীকে বাদ রেখেই শিবির শুরু করলেন ভারতের নতুন কোচ। এশিয়ান কাপের মূলপর্বে জায়গা হয়নি, সুনীলকে ব্যবহারের স্বার্থও শেষ ফেডারেশনের। তরুণদের নিয়ে নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ভারতীয় কোচ। নেশনস কাপের জন্য ৩৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন তিনি। সেই ৩৫ জনের দলে নেই ৪১ বছরের সুনীল ছেত্রী। ভারতীয় ফুটবলে সুনীলের অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় দলের জার্সিতে ৯৫ গোলের মালিক তিনি। এতদিনেও তাঁর বিকল্প আসেনি। শূন্যস্থান কেউ ভরাট করতে পারেনি। আইএসএলের তরুণ স্ট্রাইকাররা সুযোগ পেলেও তাঁরা সুনীলের অভাব পূরণ করতে পারেননি জাতীয় দলে। সুনীল অবসর নিয়েও তাই ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও তা কাজে আসেনি। কারণ অবসর ভেঙে ফেরার পর ভারতের হয়ে ৪টি ম্যাচ খেলে মাত্র ১টি গোল করেন সুনীল। খালিদ শুরু থেকেই সুনীল নির্ভরতা কাটাতে বদ্ধপরিকর। তাই সুনীলকে বাদ রেখেই শিবিরের ডাক দিয়েছেন।

খালিদ জামিলের কোচ হিসাবে প্রথম বড় পরীক্ষা ২৯ আগষ্ট থেকে শুরু হওয়া কাফা নেশনস কাপে। ২ আগষ্ট পর্যন্ত বেঙ্গালুরুতে শিবির করবেন খালিদ। তবে ডুরান্ড কাপ চলায় সবাই শিবিরে যোগ দিতে পারেননি। এই তালিকায় রয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের অনিরুদ্ধ থাপা, দীপক টাংরি, আপুইয়া, লিস্টন, মনবীর সিং, সাহাল আব্দুল সামাদ, বিশাল কাইথ এবং ইস্টবেঙ্গলের আনোয়ার আলি, জ্যাকসন সিং, মহেশ সিং নাওরেম। এছাড়াও জিথিন এম এস, মনবীর সিং (জেএফসি) ও আলবিনো গোমেস ডুরান্ড কাপ শেষ হলে ভারতীয় দলের আবাসিক শিবিরে যোগ দেবেন। ৩৫ জনের দলে মোহনবাগানের ৭ ও ইস্টবেঙ্গলের ৩ ফুটবলার রয়েছেন। ফেডারেশনের তরফে এই ক্লাবগুলোর কাছে অনুরোধ করা হয়েছে জাতীয় স্বার্থে তাদের ফুটবলারদের ছেড়ে দিতে। আগামী ২৯ আগষ্ট থেকে শুরু হবে নেশনস কাপ। গ্রুপ বি-তে ভারত খেলবে আয়োজক দেশ তাজিকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে। প্রথম ম্যাচে ২৯ আগষ্টে মুখোমুখি হবে তাজিকিস্তানের। এরপর ১ সেপ্টেম্বর প্রতিপক্ষ ইরান এবং ৪ সেপ্টেম্বর খেলবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের ফাইনাল।

পুলিশ মৈত্রী কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৭ আগষ্ট বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ মৈত্রী কাপ ফুটবল ২০২৫ টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হল। পূর্ব বর্ধমান জেলার সমস্ত থানা এলাকার পাবলিক টিমগুলির পাশাপাশি থানাগুলির নিজস্ব টিম নিয়ে এই পুলিশ মৈত্রী কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। জেলাজুড়ে মাসখানেক ধরে চলা এই জমজমাট প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের দু'টি খেলা রবিবার বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হল। এদিন প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল কালনা সুহানা একাদশ এবং জামালপুর এফসি। কালনা সুহানা একাদশ ৩-০ গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন কালনা সুহানা একাদশের তুষার হেমব্রম। অন্যদিকে, টানটান উত্তেজনাপূর্ণ দ্বিতীয় ম্যাচে পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব ৩-০ গোলের ব্যবধানে মেমারি পি এসকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দ্বিতীয় চূড়ান্ত পর্বের খেলায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন পুলিশ অ্যাথলেটিকের দীপঙ্কর হাঁসদা।এদিন পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার সায়ক দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। খেলা দু'টি পরিচালনা করেন কলকাতা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের রাধা মালিক ও শেখ শফিক এবং বর্ধমান রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের অরূপ কুমার সাহা ও বেঞ্জামিন মারাণ্ডি। এদিন মহিলা রেফারি রাধা মালিক দু'টি খেলা পরিচালনায় প্রতি পদে পদে যেভাবে দাপট দেখালেন তা এককথায় অনবদ্য। পুলিশ সুপার তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে খেলাধুলার ক্ষেত্রে জেলার তরুণ প্রজন্মকে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এধরনের খেলারধুলার আয়োজন ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

অজানা পর্বতশৃঙ্গ জয়, 'অভয়া'কে অমর করলেন দেবাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : জমছে এক পাহাড়/ অসহ্য অবিচার...।

আজ থেকে ঠিক ১ বছর আগে, উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা বাংলা, গোটা দেশ। এমনকী ঘটনার ভয়াবহতায় কেঁপে উঠেছিল গোটা বিশ্ব। কোথাও তিনি আজ অভয়া, কোথাও তিলোত্তমা। এই শহরের হাসপাতালে মধ্যরাতে ধর্ষণ-খুন হতে হয়েছে নির্যাতিতা চিকিৎসককে। 'বিচার চাই, বিচার চাই' স্লোগানে গর্জে উঠেছিল গোটা দেশ। এরইমধ্যে যে যার মতো করে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে নিয়েছিলেন। শহরের হাসপাতালে হাসপাতালে চলেছে চিকিৎসক ও নার্সদের প্রতিবাদ। স্বাধীনতার মধ্যরাতে শহর

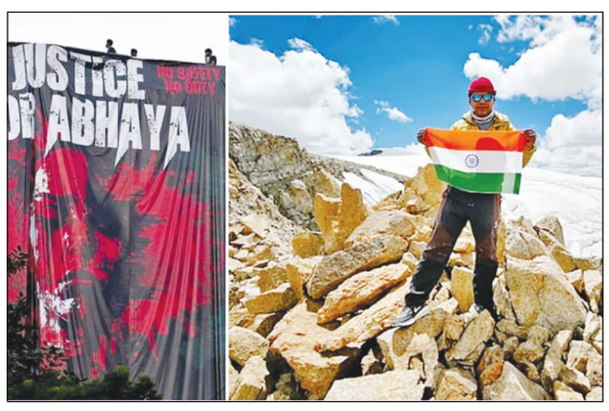

থেকে জেলা- রাত অধিকার করে দেখিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মহিলা।

সেই অভয়াকেই অমর করে রাখতে উদ্যোগী হন পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস। চেয়েছিলেন, এমন এক অজানা শৃঙ্গ আবিষ্কার করবেন, যার নামকরণ অভয়ার নামেই করবেন। অবশেষে অজানা-অনামী শৃঙ্গ জয় করলেন পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস। নাম রাখলেন, অভয়া মাউন্ট। চিরকালের জন্য অভয়া মাউন্ট মাথা উঁচু করেই থাকবে।

লাদাখের সেরাশুয়া অঞ্চলের একটি অনামি শৃঙ্গের নামকরণ হল মাউন্ট অভয়া। লাদাখ অঞ্চলের জল, মাটি, হিমবাহ ও আবহাওয়া নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে একদল বিজ্ঞানী সহ অর্জুন জয়ী পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি দল গত ২৬ জুলাই কলকাতা থেকে রওনা দেন লাদাখের উদ্দেশ্যে। সেখানে ৬২০০ মিটার উচ্চতার মাউন্ট মেনটক কাঙ্গরি শৃঙ্গ জয়ের পর, ৬০০০ মিটারের বেশি উচ্চতার এই অনামী শৃঙ্গটি চিহ্নিত করেন তাঁরা। অভিযাত্রী দলের পক্ষ থেকে দেবাশিস বিশ্বাস জানান, 'অত্যন্ত দুর্গম পথ হওয়ায় গবেষণা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাত্র ২ জন ওই অনামী শৃঙ্গে পৌঁছতে সক্ষম হন। তারমধ্যে অন্যতম দেবাশিস বিশ্বাস। এই মাসের ৯ তারিখে আরজি কর হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার ১ বছর পূর্ণ হয়। একবছর পর তাঁকে যেন অমরত্ব দিলেন দেবাশিস। কিন্তু এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়, একজন পর্বতারোহী শৃঙ্গ জয়ের পর কি নামকরণ করতে পারেন? যেহেতু অজানা ও নামহীন শৃঙ্গ, তাই বাধা হবে না বলেই পর্বত বিশেষজ্ঞদের মত।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com